কল্পনা-রহস্য

বা

ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পিশাচীর পতি-প্রেম।

প্রণেতা—

শ্রীনন্দলাল দাস।

২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট

"কল্পনা-রহস্য" কার্য্যালয় হইতে—

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

 [মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থকারের উক্তি।

আমার এমন কিছু বলিবার নাই, যদ্দ্বারা জগতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন। তবে যাঁহাদের স্নেহাশীষ মাথায় লইয়া—যাঁহাদের অপরিমিত অনুকম্পা ও সাহায্য লাভ করিয়া এ বিশাল সাহিত্য-সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইলাম, ভবিষ্যতে আরও কিছু উন্নতির প্রতীক্ষায় রহিলাম—এ ক্ষুদ্র গ্রন্থপত্রে তাঁহাদের পবিত্র নাম গুলি সর্ব্বাগ্রে লিপিবদ্ধ হইল।

(1) Honarable Moharaj Bahadur
of Burdwan.

(2) Honarable Moharaj Bahadur
of Nashipur.

(3) Honarable Moharani of Mayurbhanja.

(4) Honarable Raja Bahadur of Rangpur.

(5) Honarable Brojendra Kissore Ray
Choudhury (Zemindar of Gauripur).

(6) Honarable Zemindar Ganendra Mallick
(Mooktaram Babu St. Calcutta.)

(7) Honarable Babu Upendra Kumar
Mittra B. A. Proprietor. Minerva Theatre.

শুদ্ধিপত্র।

—: * * :—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে)—			
১	১০	মনঃস্তুষ্টির	মনস্তুষ্টির
৩	৭	সংসার-পুরি	সংসার-পুরী
৩	১৯	বহুক্ষণাতীতের	বহুক্ষণের
৪	২৩	কঠিন	কঠিনতর
৫	২	যবনিকাপাত	যবনিকা
৬	৫	সন্নিকটে	সন্নিকট
৯	৭	অনতিমুহূর্ত্তেই	অবিলম্বে
৯	১১	নম্রতা	নম্র
১০	৯	অধিষ্ঠিত	উপস্থিত
১৫	২৪	অনতিমুহূর্ত্তে	অবিলম্বে
১৬	১	প্রাণপরিশ্রম	প্রাণপণ
(চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে)—			
১৯	৫	প্রসারিণী	প্রসারি
১৯	৬	মুখরিত	নিঃসৃত
২২	৯	অপাতিতা	পতিতা
২২	১৫	ঈষদোন্নত	ঈষদুন্নত
২৪	১৪	মনঃস্তুষ্টির	মনস্তুষ্টির
২৪	১৭	হিমাদ্রি-সিক্ত	তুষারাবৃত
২৪	১৮	পরিবর্ত্তন	অপরিবর্ত্তন
২৪	২৩	নিশাগত	নিশা আগত
(পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে)—			
২৫	১	নরহস্তাকারী	নরহত্যাকারী
২৫	৩	মনমালিন্যতা	মনমালিন্য
২৬	১৪	প্রশ্নকারীর	প্রস্তাবকারীর
২৬	২৩	বাল্যসঞ্চিত	আবাল্যসঞ্চিত
২৬	২৪	সাধারণতঃ	সাধারণ
৩১	৭	বিস্তার করিয়া	বক্ষে লইয়া

ভক্তি-মাল্য।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা স্যর

রণজিৎ সিং বাহাদুর

মাননীয় নসীপুরাধিপতি সমীপেষু !—

রাজন্ !

আমার এ ভক্তি-মালঞ্চের বিশুষ্ক পুষ্প-রাজি বৃন্তচ্যুত করিয়া, উৎফুল্ল-চিত্তে যে মাল্য খানি আজ সযত্নে রচনা করিয়াছি, হৃদয়ের অফুরন্ত ভক্তি-সহকারে সে খানি আমি আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। আশা করি—দীনের এ ভক্তি-উপহার আপনি সানন্দে গ্রহণ করিবেন।

বাগবাজার,
সন ১৩২৩

বিনীত—
শ্রীনন্দলাল দাস।

ভূমিকা।

খণ্ড পুস্তকে চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয় না। সন্মানভ্রষ্ট দুরাচার দুষ্কর্ম্মী ও ধর্ম্মভ্রষ্টা উচ্ছৃঙ্খলজীবনা কুলকলঙ্কিনীগণের চমকপ্রদ সংমিশ্রণে গ্রন্থপত্র পরিপূর্ণ। যদিও সাময়িক ঘাত-প্রতিঘাতে গ্রন্থ বর্ণিত পিশাচ-পিশাচীর ধর্ম্ম বা অধর্ম্মগত বৈষম্য উচ্চ বা নিম্নস্তরের সমান অধিকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তথাপি সাধারণ চক্ষে ইহা সাধারণতঃ একখানি "গোয়েন্দা-পুস্তক" বলিয়াই অনুমিত হইবে। অল্পবয়স্ক সুচতুর গ্রন্থকার এই বিভীষিকাসঙ্কুল বিভৎস ঘটনাস্রোতের মধ্যে ভাব ও ভাষাগত লালিত্য প্রভৃতি উপন্যাসসুলভ শব্দসম্পৎ রক্ষা করিয়াও কলঙ্কিনী মাধবীকে পতি-প্রেমের উচ্চ-গৌরব উপলব্ধি করাইয়াছেন। তাহা নিশ্চয়ই সমাজ সঙ্গত সুবিধানের পৃষ্ঠপোষক। ভাগ্য-নিপীড়িতা দুর্ব্বলা মাধবীর মুখে বৈধ বা অবৈধ প্রেমের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। মাধবীর প্রাণস্পর্শী জ্বালাময় প্রণয়-প্রভেদ প্রকৃতই মর্ম্মঘাতী। উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয়-পিপাসু যুবকের ক্ষণিক উন্মাদনার প্রথম উচ্ছ্বাস—নদীবক্ষে দুনিয়ার পশ্চাৎ কালাচাঁদকে দেখিতে পাই। ইহার পর অপর ক্ষেত্রে দুনিয়াবিবির দুঃখ-দগ্ধ কুটিল জীবন স্বামীহন্তার সর্ব্বনাশ সংসাধনে ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপীর ন্যায় রূপান্তর বা ভাবান্তর অবলম্বন করিলেও—পূর্ণগর্ভা প্রাণহীনা পাপিনী প্রতিপদক্ষেপে জাতিসুলভ স্বার্থসিদ্ধি সজীব রাখিয়া, ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে পৌঁছাইয়া—কিঞ্চিৎ লঘুপাক হইয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। কারণ অন্যায়ের অপূর্ণ পরিণতি কুত্রাপি মুখরোচক হইতে পারে না। এই গ্রন্থ ভাগ অধর্ম্মাচারীদিগের প্রবল প্রতিষ্ঠায় সমধিক উজ্জ্বল। শেষাংশে পাঠক-পাঠিকার সন্দেহ-সঙ্কুল আগ্রহ নির্ব্বাণ লাভ করিবে। প্রথম হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ যে শব্দত্রুটি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল—গ্রন্থকার তাহা শুদ্ধিপত্রে যথাসাধ্য সংশোধিত করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন। আশা করি সাহিত্যসেবী উৎসাহী গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখিত চরিত্র সমষ্টির পরিণামাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া সত্বরেই আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন। ইতি—

টালা নর্থ সুবার্বন স্কুল,
কলিকাতা।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীচিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য।

আক্ষেপ।

-••••••••-

কালের অনন্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পুনরায় ধরায় অবতীর্ণ হইলাম। আপনাদের করকমলে, আপনাদের সুরুচি ও কুরুচির মধ্যে, আপনাদের অভয়বরদায়িনী—লক্ষ্মীস্বরূপিনী—সতীসুহাসিনী বঙ্গবাণী-বাদিনী ভারতজননীর অঙ্কে, অধিকন্তু আপনাদের স্নিগ্ধ নির্ম্মলোপম পবিত্র শয্যাতলে পুনর্ব্বার ঢলিয়া পড়িলাম। বৃন্তচ্যুত শুষ্ক শেফালীকার ন্যায় ও নীহার সিক্ত ফুটন্ত মল্লিকার ন্যায় সাহিত্যের মালঞ্চমঞ্চে স্বপ্নের স্রোতে ভাসিয়া আসিলাম। এক্ষণে আপনারা আমায় যে ভাবে গ্রহণ করিবেন আমি সেই ভাবেই গৃহীত হইব।

এবার প্রকাশিত হইতে আমায় যথেষ্টই বেগ পাইতে হইয়াছে। একে কর্দ্দমাক্ত পথ, ইহার উপর জনৈক শত্রুর কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ ভূমি অতিক্রম করিতে অত্যন্তই কষ্ট পাইয়াছি। তবে চেষ্টায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় বলিয়া সে পথ হইতে আমি অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিলাম।

একজন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকের অযথা প্রলোভনে ভুলিয়া প্রকৃতই কষ্টানুভব করিলাম। তিনি অর্থবান বলিয়া এতখানি কষ্ট দিলেন, কিন্তু করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না। তাঁহার অসম্ভব অনিষ্টচক্র অতিক্রম করিয়া—অন্যান্য বরেণ্য রাজামহারাজাগণের সাহায্যে এবং মিনার্ভা থিয়েটারের প্রসিদ্ধ ও সুযোগ্য প্রোপাইটার বাবু উপেন্দ্রকুমার মিত্র মহোদয়ের অনুকম্পা লাভে শীঘ্রই প্রকাশিত হইলাম।

আর একটি বিশেষ সুসংবাদ এই, যে টালা নর্থ সুবার্বন স্কুলের সুযোগ্য শিক্ষক বাবু চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় আমার ভূমিকা লিখিয়াছেন। সুযোগ্য ব্যক্তির এ সহানুভূতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

তৃতীয় বারের পালায় বোধ হয় শীঘ্রই প্রকাশিত হইব। চতুর্থ বার শেষ আগমন। পারি ত' এই সঙ্গে প্রবঞ্চকারীর সেই অনাচার কীর্ত্তি ও অসদ্ব্যবহারের যথারীতি তথ্য আপনাদের করকমলে উপহার স্বরূপে উপনীত করিব। উপস্থিত বিদায়।

আপনাদের আজ্ঞাবাহী—

"কল্পনা-রহস্য"

কল্পনা-রহস্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ
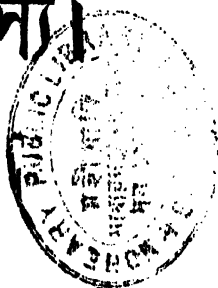
সামাজিক বিশৃঙ্খলা হেতু উদ্ধত মানবের কলুষিত আচার ব্যবহারে বঙ্গদেশীয় সমাজ-পদ্ধতি যতই অধোগতির মুখে পরিণত হউক না কেন, বিধাতার এ ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র সে আমাদেরই কর্ম্মভূমি। ইহার ধর্ম্ম-কর্ম্মে আমরাই পুণ্যার্জ্জন করিব, ইহার অধোপতির জন্য আমরাই অনিষ্ট স্বীকার করিব, এবং ইহার পাপে পূতিগন্ধময় নরকের পথে আমরাই ভাসিয়া যাইব। প্রকৃতির এ অলঙ্ঘনীয় সংঘটন কেহই অতিক্রম করিতে পারিব না।

পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটা দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, আমি যে এতখানি বক্তৃতার আড়ম্বর বৃদ্ধি করিলাম, সে কেবল সাধারণের মনঃস্তুষ্টির জন্য, কিম্বা আমার নির্ব্বুদ্ধিতার ক্ষণিক চঞ্চলতা মাত্র।

আমি যদি বলি,—"তুমি তস্কর, অতএব তোমার ওই অসম সাহসিক চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ কর।" এই কথার পৃষ্ঠে তুমি হয় ত বলিবে,—"যাও দূর হও, আমি তোমার ও উপদেশ গ্রহণ ক'র্‌তে চাই না।"

তোমার নির্ভীক অন্তঃকরণ মধ্যে তখন এমন একটি বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে, যে সে অগ্নিমুখে তুমি আমাকে

ধ্বংস করিতেও নিরস্ত থাকিবে না। কেন না আমি তখন তোমার শত্রু মধ্যেই পরিগণিত। আমার অনিষ্ট সাধনাই তোমার মূলমন্ত্র। অতএব এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে নীরব থাকাই কর্ত্তব্য।

লোক পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায় মৃত্যু ব্যাপারটা তাহাদের স্বেচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলেই তাহারা মরিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে জ্বালা জুড়াইবার এমন একটা সহজ উপায় বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও জীবনটা তাহাদের সহজে বিনষ্ট হয় না। এত সুখ-সম্ভোগের মধ্যেও বিধাতার একটা ঘোরতর চক্রান্ত পরিবৃত।

সে দিন সেই ভীষণ রজনীযোগে সংসারের কঠিন মোহজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ডুনিয়া বিবি যে গঙ্গাগর্ভে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সে কেবল তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের আবেগ মাত্র। তাহার সেই জ্বালা-জর্জ্জরিত অন্তঃকরণের একটা দুর্ব্বল অসহিষ্ণুতা প্রকাশ। সে ভাবিল—"আমি মরিব! মরণই আমার সুখ শান্তি! আমার পক্ষে ইহাই পরিত্রাণ লাভ।"

হায়! কি নির্ব্বুদ্ধিতা বল দেখি? ইহাও কি কখন সম্ভবপর? এরূপ অমানুষিক চিন্তার ফলে, এরূপ চিত্তবিকার সংঘটিত হওয়াতে, আমাদের ন্যায় সংসার প্রপীড়িত নর-প্রকৃতির কি জ্ঞানোদয় হয় না? হায়! আমরা কি এতই মূর্খ?

ডুনিয়া বিবি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইল; এতাবৎকালে তাহার জ্ঞান লুপ্ত জীবনকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য নীলকুঠীর সেই কালাচাঁদও অগ্রসর হইল।

কি বিধি-লিপি দেখুন দেখি? এমন কষ্টকর পথাবলম্বনে একটা ক্ষুদ্রাদপি নর যে এতদূর শক্তিসম্পন্ন, এতখানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইহা কি বিধাতার ইচ্ছা নহে? বাক্‌বাদিনী বীণাপাণির

পবিত্র-পদ-যুগল স্পর্শ করিয়া, বিশাল সাহিত্য মন্দিরের রত্ন-গৃহে আমি কি সেই দোষনীয় অন্যায় ভাষার সৃজন করিব? প্রকারান্তরে আপনারা কি আমায় তাহাই করিতে আদেশ করেন? না—তাহা অবশ্য বলিতে পারি না। উপযাচকের ন্যায় এ কথাটা আমি নিজেই ব্যক্ত করিলাম।

ঈশ্বর একজন অবশ্যই আছেন। তিনি যদি না থাকিতেন, তাঁহার সুন্দর ও সুচারু নির্ম্মিত সংসার-পুরি যদি শ্মশানভূমি হইত, তাহা হইলে দুর্ব্বল নরদেহে এমন স্বর্গ দুর্ল্লভ প্রেমের সঞ্চার হইত না। কালাচাঁদ ছুনিয়া বিবির জন্য এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিত না। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

দ্বিতলের মুক্ত ছাদের কার্ণিশ অতিক্রম করিয়া, গঙ্গার শ্বেত-বারি বক্ষে হাবুডুবু খাইতে খাইতে ছুনিয়া যখন মরিতে চলিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উদ্ধারের জন্য, সর্দ্দার কালাচাঁদও অগ্রসর হইল। ভাগীরথীর বায়ু চালিত তরঙ্গ-বক্ষে ঝাঁপ দিয়া, ধীরে ধীরে সে তাহার কর স্পর্শ করিল।

ছুনিয়া চমৎকৃত হইল।

বিশ্ব প্রকৃতির ঘোর অন্ধকারময় রহস্য-যবনিকার অন্তরাল হইতে, মৃত্যুকামনাময়ী ছুনিয়াকে কে যেন তখন পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিল। তাহার অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত দৃষ্টি-সীমার অভ্যন্তরে বহু-ক্ষণাতীতের পর কোথা হইতে কেমন যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-রেখা ফুটিয়া উঠিল। ছুনিয়া বিবি আবার বাঁচিতে বাসনা করিল।

কালাচাঁদের যুগল করবল্লী বেষ্টন করিয়া, ঈষৎ কম্পিত ও করুণ-কণ্ঠে সে কহিল,—"যুবক! আমায় উদ্ধার কর। এ অতল জল-বক্ষে তুমিই আমার উদ্ধার কর্ত্তা।"

উদ্ধার কর্ত্তা আর নীরব থাকিতে পারিল না। যেমন প্রশ্ন তেমনি প্রত্যুত্তর!—তেমনি আশ্বাস পূর্ণ বীরবাণী।

সে কহিল,—"রূপসী! শঙ্কা পরিত্যাগ কর। যাঁর অঙ্কশায়িনী হ'য়ে জগতের সুখ দুঃখ ভুল্‌তে পেরেছ, সেই জগত্তারিণী গঙ্গাই তোমায় উদ্ধার ক'র্‌বেন। আমি যদি থাকি সে কেবল উপলক্ষ মাত্র। তার প্রতি ততটা বিশ্বাস নির্ভর ক'র না।

ধর্ম্ম-কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, উপরোক্ত কথা কয়েকটির পর কালাচাঁদ তখন দুনিয়া বিবিকে দৃঢ় করে বেষ্টন করিয়া ধরিল, এবং জল-স্রোতের উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ ভেদ করিয়া সন্তরণ দিতে দিতে, কিছুক্ষণ পরে তরঙ্গের কোলে উভয়েই অন্তর্হিত হইয়া গেল। জল-স্রোত তখন প্রবল বেগে বহিতে লাগিল।

হা কষ্টের জীবন! ধন্য তোমার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। এত কষ্ট স্বীকার, তুচ্ছ হৃদয়ে এত কঠোর যন্ত্রণানুভব, তবুও কি তোমার বিনাশ নাই? নদীবক্ষচ্যুত তরঙ্গগুলি একত্রে সম্মিলিতভাবে ও সমস্বরে কামান গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, সে গর্জ্জনে এ বিশ্ব ভুবন বোধ হয় মেঘ-নাদে কম্পিত করিল, কিন্তু ক্ষুদ্র নরদেহ একটুও টলিল না। ভাগীরথীর অসংখ্য তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া, কিছুক্ষণ অতীতের পর দুইটি প্রাণীতে আবার ভাসিয়া উঠিল। দুনিয়াকে পূর্ব্ববত বেষ্টন করিয়া, কালাচাঁদ আবার সন্তরণে নিযুক্ত হইল।

এইরূপ একত্রিত ভাবে বিশ পঁচিশ হাত অগ্রসর হইবার পর উভয়েই তখন হাঁপাইয়া পড়িল, শত চেষ্টার ফলেও আর তিলার্দ্ধ পথ অগ্রসর হইতে পারিল না।

ব্যাপার ক্রমান্বয়েই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। এ ক্ষেত্রে নিষ্কৃতি লাভের অন্য উপায় না দেখিয়া কালাচাঁদ কহিল,—"রূপসী! আর বোধ হয় তোমায় বাঁচাতে পারলুম না। বোধ হয়"——

"কি যুবক ?"

"বোধ হয় আমাদের এ জীবন অভিনয়ের এইখানেই যবনিকা-পাত।

ফুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কালাচাঁদের কথায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কে যেন কুঠারাঘাত করিতে লাগিল। আন্তরিক মনঃপীড়ায় কাতর হইয়া সে কহিল,—"না যুবক—না, এ তোমার ভুল ধারণা।"

"কারণ ?"——

"এ জীবন সহজে বিনষ্ট হবে না।"

"বেশ! তা হ'লে তুমি উপস্থিত কি চাও ?"

"আমায় উদ্ধার কর। আমি সাঁতার দিতে জানি না; তোমার কোমর ধরি—তুমি আমায় তীরে নিয়ে চল।"

"আর আমি ?—আমি অতল সলিলে ভেসে যাই, কেমন ?"

"তুমিও উঠ্‌বে।"

"না, সে সামর্থ্য আমার অতি অল্প। পার ত' তুমি ঈশ্বরকে আহ্বান কর। এ জীবনের জন্য আমি বোধ হয় এই স্থানেই চির-শয্যা গ্রহণ ক'র্‌লুম।"

কালাচাঁদের মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিয়া ফুনিয়া বারম্বার তখন সেই নামই উচ্চারণ করিতে লাগিল। আপন মনে কহিল,—"হা দয়াময় ঈশ্বর!—হা দয়ার প্রতিনিধি খোদা! তোমার চিরদুঃখিনী কন্যা ফুনিয়ার জীবন-প্রদীপ তবে কি সত্যসত্যই নির্ব্বাপিত হ'বে? আমার কি উদ্ধার নাই ?"

কত চিন্তা করিল, কত কাঁদিল, কত দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, কিন্তু ফলাফলে সকলই নিষ্ফল হইল; জলের ঢেউ খাইয়া উভয়ে আবার ডুবিয়া গেল।

মনে হইল ইহারা বোধ হয় আর উঠিবে না। ভাগীরথীর

সুশীতল বক্ষে স্থানাধিকার করিয়া বোধ হয় চিরদিনের জন্যই ডুবিয়া গেল; কিন্তু অধিক সময় পূর্ণ হইতে না হইতে, পর মুহূর্ত্তে আবার ভাসিয়া উঠিল। কালাচাঁদ দৃঢ় করে দুনিয়াকে বেষ্টন করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"রূপসী! দেখ্‌ছ কি! মৃত্যু আমাদের অতি সন্নিকটে। পার ত' এ সময় একবার ঈশ্বরের নাম নাও।"

দুনিয়া অত্যন্তই ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহার মুখ হইতে তখন একটিও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। নেহাৎ পক্ষে অপারক, তত্রাচ কহিল,—"দুনিয়ার মালিক খোদা!—রক্ষা কর। এ ভীষণ সঙ্কটে তুমিই একমাত্র ত্রাণ কর্ত্তা!"

খোদার সুন্দর প্রতিকৃতি নিরাকার হইলেও, দুনিয়া বিবির এ প্রার্থনা তাঁহার কর্ণকুহরে অবশ্যই প্রবেশ করিল। তাহার কোমল-কমনীয় কণ্ঠস্বর দূর দূরান্তরে বিলীন হইতে না হইতে, কোথা হইতে প্রত্যুত্তর আসিল,—"ভয় নাই, বজরায় আমরা বার জন বর্ত্তমান।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"কেমন আছেন?"

"সম্ভবতঃ একটু ভাল।"

"পায়ের বেদনাটা কম প'ড়েছে কি?"

"সেটা এখন ঠিক অনুভব ক'র্‌তে পার্‌ছি না।"

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এমন সময় গঙ্গাতীরবর্ত্তী অট্টালিকার একখানি বৃহৎ ও মনোরম

কক্ষে, দুইটি সম বয়সী যুবক তখন উপরোক্ত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। একজন শুভ্র পরিচ্ছন্ন শয্যাতলে মস্তক রাখিয়া, অতি কষ্টে হৃদয়ের গুরুতর আঘাত উপেক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, আর অপর ব্যক্তি তিনি শয্যাশায়ী যুবকের দক্ষিণ ভাগ অধিকার করিয়া, তাঁহার শারীরিক সমাচার গ্রহণে বিব্রত ছিলেন।

পাঠক! এ যুবকদ্বয় সম্বন্ধে আমায় আর অধিক বাক্-বিতণ্ডা করিতে হইবে না। কারণ ইহারা আপনার বহুদিনের পরিচিত। যিনি শয্যাশায়ী তিনি প্রেমজী পেশোয়া, আর অপর ব্যক্তি ইনি যামিনী বাবু। আপনাদের চির স্নেহের কিম্বা তাচ্ছিল্যের সেই চিরপরিচিত যামিনীনাথ সরকার।

সে দিন রাত্রে দুনিয়া বিবির নিকট তাড়া পাইয়া, আত্মজীবন রক্ষার জন্য প্রেমজী যখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিলেন, সুউচ্চ সোপানাবলী অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তিনি ভূতলশায়ী হন। ইহার ফলে তাঁহার দক্ষিণ পায়ের একখানি হাড় সরিয়া গিয়া, তাঁহাকে অত্যন্তই কাবু করিয়াছে। সেই কারণ বশতঃ আজ তিনি রুগ্নশয্যায় শায়িত।

কত হাকিম ও কবিরাজ আসিতেছেন। কত রকম ঔষধের নব নব আবিষ্কার চলিতেছে। কত রাশি রাশি অর্থব্যয় হইতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে রোগের কিয়ৎপরিমাণও নিরাময় হইল না। তাঁহার দক্ষিণ পায়ের বেদনাটা যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

যামিনীনাথ একদৃষ্টে চাহিয়া কত কি ভাবিল, প্রেমজীর অবস্থা দেখিয়া কতই না আক্ষেপের বিষয় উত্থাপন করিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই এক ফোঁটা অশ্রু ত্যাগ করিতেও ছাড়িল না; কিন্তু এত আন্তরিক অনুরাগ, এত যে আত্মীয়তার ভাণ, ইহার মধ্যে পড়িয়াও সে তাহার কর্ত্তব্যপথ অনুসরণ করিতে ভুলিল না। মনে মনে

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া পরক্ষণে কহিল,—"আচ্ছা, এমন ব্যাপারটা যে সঙ্ঘটিত হল এর কারণ কি? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"বুঝতে বোধ হয় বাকিও কিছু নাই।" এ উক্তি কয়েকটি বেশ রাগতঃ ভাবেই পরিস্ফুট হইল। কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমজীর বিশুষ্ক মুখমণ্ডল ঘোর আরক্ত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ক্রোধভরে আপাদ মস্তক তাঁহার থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, পুনরায় তিনি কহিলেন,—"যামিনীনাথ! এক দিনের একটি আচরণে আমি তোমায় খুব চিনে নিয়েছি। তুমি যে আমার শত্রু!—এ সমূহ সর্ব্বনাশের তুমিই যে প্রধান, এ কথা আমার কল্পনা বা মিথ্যা নয়; এটা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলেম।"

যামিনীনাথ একটু চিন্তিতভাবে কহিল,—"কারণ?"

প্রেমজী কহিলেন,—"অনুমানটা কখন সহজে মিথ্যা হয় না।"

"বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আপনি এ কিসের কথা ব'ল্‌ছেন?"

"আপনাদের দলের বা এ স্থলে আপনার নিজের।"

"আমাদের প্রতি কি আপনার অবিশ্বাস হয়?"

"হাঁ—নিশ্চয়ই তাই।"

"এর কারণ?"

"চুনিয়ার বিষয়। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, যে আমার এ দুর্ঘটনার মধ্যে আপনারাই প্রধান। আপনাদের সাহায্য ব্যতিক্রমে, চুনিয়া কখনই এমন কাজ কর্‌তে পারে না।"

"তা হ'তে পারে বটে; কিন্তু এটাও মান্‌তে হবে যে আপনি তার স্বামীঘাতি। মনের অনুরাগ ও প্রতিহিংসার তাড়নায় এমনটা সে অনায়াসেই ক'র্‌তে পারে।"

"তুমি কি [illegible] হ'লে ব'ল্‌তে চাও আমার অনুমানটা মিথ্যা?"

"কতকটা তাই বটে।"

প্রেমজী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কারুকর্ম্মময় গৃহাচ্ছাদনের উপরিভাগে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, তখন তিনি কেমন যেন একটা মহাচিন্তার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এরূপ আকস্মিক অবস্থান্তর দেখিয়া যামিনীনাথ সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল, যে প্রেমজীর হৃদয়কে বিগলিত করিতে এক্ষণে তাহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। একটু নম্রতাভাব দেখাইতে পারিলে অনতি মুহূর্ত্তেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। মূর্খ পেশোয়া তাহার পক্ষে যে কলের পুতুল, সে সেই ভাবেই নৃত্য করিবে।

এইরূপ নানাবিষয় সংযুক্তি চিন্তা করিয়া কিছুক্ষণের পর ধীর নম্রতা স্বরে সে পুনরায় কহিল,—"দেখুন আপনি আমাদের অবিশ্বাস ক'র্‌বেন না। চিরদিনটা আমরা আপনারই মুখাপেক্ষী।"

প্রেমজী কহিলেন,—"পূর্ব্বে তাই বিশ্বাস ক'র্‌তুম বটে; কিন্তু কালক্রমে সে বিষয়টা এখন যেন ধারণাতেই আন্‌তে পার্‌ছি না। মনে হয় তোমরা আমার প্রধান শত্রু!"

যামিনীনাথ কহিল,—"কি আর ব'ল্‌ব বলুন, সে আমাদের দুরদৃষ্ট। পেশোয়া সাহেবের নিকট ভবিষ্যতে যে এতখানি অপমানিত হ'তে হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

এইরূপ ভাবে গুটিকয়েক দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া যামিনীনাথ একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সে শ্বাস বায়ু প্রকৃত বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেও, তাহাতে বেশ একটু শঠতার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। সে যেন ইচ্ছাবশতঃই এমনটা করিল।

সে যে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতারণা করিল, এটুকু তুমি আমি বুঝিলেও প্রেমজী বুঝিতে অক্ষম হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—"না, এ আমারই ভুল। যামিনীনাথকে আমি অযথা ভাবে তিরস্কার ক'র্‌ছি।"

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া তিনি কহিলেন,—যামিনী বাবু, দুঃখ ক'র্‌বেন না। আমি নিতান্তই নির্ব্বোধ তাই এ কথা ব'ল্লুম। আপনি আমার পরম হিতকারী।"

যামিনীনাথের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। আনন্দে অধীর হইয়া স্বল্প-মৃদুহাস্যে সে কহিল,—"আজ্ঞে না, দুঃখ আর কি!"

উপরোক্ত কথা কয়েকটি সমাপ্ত হইতে না হইতে গৃহ-দ্বারে হাকিম সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিনলাল ও মঙ্গলরাম সাহেবকে যথোচিত সম্মান জানাইয়া, পশ্চাতে পশ্চাতে তাহারাও সে গৃহে অধিষ্ঠিত হইল।

হাকিম সাহেবের কৃপায় প্রেমঙ্গীর রোগ পরীক্ষা চলিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যামিনীনাথের সেদিন আর কোন সুবিধা হইল না; জনতার মধ্যে পড়িয়া তাহার সমস্ত কামনা নিষ্ফল হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বহু দিবসের পর এইবার একবার নীলকুঠীর বিষয় বর্ণনা করিব। প্রশান্তময়ী বিশ্বপ্রকৃতির অন্ধকারময় কারা-কক্ষে, শ্রেণীবদ্ধ অপরাধীর ন্যায় নীরবে অবস্থান কালে, রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের সল্লালাপে প্রকৃত মানবের মনে যেমন ঘৃণার উদয় হয়, নীরব-বদ্ধভূমি আন্দোলিত করিয়া তাহার এক একটি তপ্তশ্বাস যেমন শূন্যবাত্যার অঙ্কে মিশিয়া যায়, পলকবিহীন দৃষ্টি-সীমার মধ্যে যেমন বিষাদের ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসে, উপস্থিত ক্ষেত্রে নীলকুঠীর বিষয় স্মরণ করিলে মনের মধ্যে যেন সেই ভাবেরই উদয় হয়।

নীলকুঠী আজ শ্মশান। সেই শ্রী-সৌন্দর্য্য ভূষিত সুবৃহৎ কুঠীর দ্বার দেশে দুইজন মাত্র দ্বারবান নিযুক্ত, সেই উচ্চ জনরবপূর্ণ কর্ম্মশালার প্রত্যেক গৃহগুলি অর্গলাবদ্ধ, সেই দ্বিতলের মারবেল্ বিস্তৃত বারাণ্ডা অজস্র ধূলিকণায় পরিপূর্ণ। দেখিবার কেহই নাই। এ ঘোর দুর্দ্দিনে স্বর্গের অবস্থান্তর গণিয়া, এ মহা শ্মশানে দাঁড়াইয়া বিন্দুমাত্র অশ্রুমোচন করিতে কেহই নাই। তাই বলি নীলকুঠী আজ শ্মশান।

যিনি এ স্বর্গের নির্ম্মাণ কর্ত্তা, যাঁহাকে আজীবন আমরা মাননীয় মিঃ জন্ বেকার বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছি, তিনি আজও জীবিত। তাঁহার সেই জরাজীর্ণ দেহখানি, নীলকুঠীর দ্বিতলস্থ কক্ষ-বক্ষে স্থাপিত করিয়া, ভবিষ্যতের পথে আজও তিনি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সে দৃষ্টির মর্ম্ম অনুরূপ!—সে বর্ণনার তাৎপর্য্য বিপরীত।

ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে বিদায় দিয়া, আটজন মাত্র দ্বারবান ও বেয়ারা সঙ্গে লইয়া এক্ষণে তিনি একা নীলকুঠীতে অবস্থিত। বারম্বার চুরির ফলে ধনাগার সম্পূর্ণ অর্থ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিলে ধার কর্জ্জ করিয়া নীলকুঠীকে পুনরায় পরিচালিত করিতে পারিতেন, কিন্তু মনের কষ্টহেতু সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম। তাঁহার ইচ্ছা এইবার সমস্ত সুখ শান্তি জলাঞ্জলি দিয়া, জীবনের শেষ কয়টা দিন তিনি লণ্ডনে অবস্থান করিবেন। পুত্র পরিবারের ভরণপোষণের জন্য রক্ষা-কর্ত্তা জগদীশ্বরই একমাত্র ভরসা।

চিন্তার সার ভাবটুকু উপলব্ধি করিয়া, আজও যে তিনি নীরবে নীলকুঠীতে অবস্থিত, এ কেবল উপস্থিত ঘটনার মীমাংসা দেখিবার জন্য। অপহৃতকারীকে ধৃত করিবার জন্য যে ডিটেক্‌টিভ পরিজান

নানা কর্ম্মে বিব্রত ও নানা অভিসন্ধিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহার পরিণামে কি ফল দাঁড়ায়, এইটুকু দেখিলেই তাঁহার সাধপূর্ণ হইবে। নীলকুঠীর সুখ-স্মৃতি চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হইয়া তিনি লণ্ডন যাত্রা করিবেন। ঈশ্বর করুন এ উদ্দেশ্য তাঁহার অচিরে পূর্ণ হউক।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। দক্ষিণের গবাক্ষ-দ্বার অতিক্রম করিয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্না-রাশি তখন সমুদয় গৃহতল বিস্তার করিয়াছিল। সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভ-সম্ভার বহন করিয়া সুশীতল নৈশঃবায়ু সে কক্ষ তখন ইন্দ্রপুরীর ন্যায় আমোদিত করিতেছিল। সংসার তখন স্বপ্নের রাজ্য! জনপূর্ণ নগর নগরী নীরব ও নিস্তব্ধ। চিন্তিত—অনিদ্রিত একটি প্রাণী, একটি প্রতীকারের প্রতীক্ষায় হতাশ হইয়া, সেই কক্ষে তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত জন বেকার।

কতক্ষণ অতীতের পর বেকার সাহেব ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পরক্ষণে কি জানি কোন অভিসন্ধি সিদ্ধান্ত করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"হে ঈশ্বর! আমায় উদ্ধার কর। যে মহাপাপের ফলে আজ আমার এ দুর্গতি, এ ধন-জন-পূর্ণ সোণার নীলকুঠী শ্মশান, সে পাপের কি আজও প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না? উঃ! কি জ্বালা! কি নির্য্যাতন ভোগ!—"

মনের অনুরাগ ভরে এ ক্ষেত্রে বোধ হয় আরও কিছু প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু কালপূর্ণ হইতে না হইতে সে কামনা তাঁহার অচিরে ব্যর্থ হইল; অসভ্য-প্রকৃতি খানসামা আসিয়া তাঁহাকে চা-পানের জন্য অনুরোধ করিল।

বেকার সাহেব চা পানে রত হইলেন, এই অবসরে খানসামা তাহার স্বস্থানে গমন করিল। গৃহদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল। কিয়ৎক্ষণ

অতীতের পর চা-পেয়ালা শূন্য করিয়া যখন তিনি দ্বারপথে দৃক্‌পাত করিলেন, সহসা একটি অপরিচিত মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে তখন বিশেষ ভাবে সম্মানিত করিল। অপরিচিত আগন্তুক একটি নব্যযুবক।

সাহেব বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"কে আপনি।"

যুবক সাহেবের এরূপ বিস্ময়াপন্ন ভাব নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"আমি জহুরী। মুঙ্গেরে আমার জহরতের কারবার আছে।"

সাহেব কথান্তরে আরও বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। যেহেতু ইনি অপরিচিত যুবক, ইঁহার সহিত তাঁহার কোন কালে আলাপ পরিচয় নাই। অতএব নানাবিধ সু ও কু চিন্তার আন্দোলনে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিল। তিনি পুনরায় কহিলেন,—"হ'তে পারেন আপনি মুঙ্গেরের জহুরী, কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার প্রয়োজন কি?"

যুবক পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ নম্রস্বরে বলিলেন,—"আজ্ঞে প্রয়োজন এমন বিশেষ কিছু নয়। তবে লোকমুখে আপনার যেরূপ সুখ্যাতি শুনি, এতে মনে হয় আপনি একজন সজ্জন ব্যক্তি। আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'লে ভবিষ্যতে মঙ্গল বিবেচনা করি।"

সাহেব কহিলেন,—"আপনার এ কথার মর্ম্ম ত' কিছুই বুঝ্‌লুম না; আপনি চান কি?"

"আপনার সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব।"

"প্রয়োজন?"

"আপনি শিক্ষিত ও ন্যায় পরায়ণ। আপনার সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে আমার পরম সৌভাগ্য। হিন্দুর পক্ষে এ একটা গৌরবের বিষয়।"

"দেখুন, আপনি যা ব'ল্‌ছেন সবই সত্য। কিন্তু আজকালের ব্যাপারে সত্য পালনে নিজের অনিষ্ট সম্ভবপর। এ দেশীয় লোককে আমার আর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। হিন্দু ও মুসলমানকে আমি খুব ভালরূপ চিনেছি।"

"তা অবশ্য হ'তে পারে; কিন্তু আমি যে টুকু প্রার্থনা ক'র্‌ছি—সে অন্যরূপ! সে একটা স্বর্গীয় ভাব।"

"বন্ধুত্বের রীতিনীতিই তাই।"

"আচ্ছা, আপনি আমায় চেনেন কি?"

"না! কখন চোখেও দেখিনি।"

"বেশ। এইবার তা হ'লে কাজের কথা হ'ক্।"

এই কথা কয়েকটি বেশ সরলভাবে ব্যক্ত করিয়া, যুবক তখন সাহেবের সম্মুখস্থ একখানি কৌচ অধিকার করিয়া বসিলেন।

সাহেব যুবকের সদ্ব্যবহারে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার কোটের দক্ষিণ পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া, ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিলেন,—"আপনি কি ধূমপান ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন?"

যুবক বলিলেন,—"আজ্ঞে না। আমাদের ধাতে ও সব বড় একটা সহ্য হয় না।"

"কেন? এ দেশীয় লোকের মধ্যে এ সব ত' এখন অনেকেই ব্যবহার ক'রে থাকেন। আমাদের লণ্ডন অপেক্ষা বাংলাদেশেই এর বেশী কাট্‌তি।"

"ও বাংলার কথা ছেড়ে দিন। বাঙ্গালীরা সব রকমে এখন আপনাদেরই অনুকরণ ক'র্‌তে চায়।"

"এ কথাটা একান্ত অবিশ্বাস্য।"

"কারণ?"

এই তিনটি অক্ষরে প্রশ্ন সমাপ্ত করিয়া যুবক তখন উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

সাহেব কহিলেন,—"দেখুন, মানুষ মাত্রেই আত্ম-গরিমার অনুগামী। বিশেষতঃ আপনাদের বঙ্গদেশীয় লোক যে সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হবেন এ আমি স্বপনেও ভাবি না। কারণ বাঙ্গালী তাঁদের নিজের ধর্ম্মটাকে খুবই উচ্চ ধারণা করেন। স্কুলে, পল্লীতে, বড় বড় কমিটীতে আর্য্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে খুবই উন্নতি চান। এ স্থলে তাঁরা যে আবার বিপরীত পথে অগ্রসর হবেন, এ চিন্তাতেও আনা যায় না। আপনিও একটা ভুল কথা ব'লছেন।"

গুড়ুম—গুড়ুম!—উঃ!—কি ভীষণ শব্দ——।

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া রজনীর সেই প্রথম যামে, নীলকুঠীর পশ্চাৎ প্রাঙ্গণে উপর্য্যুপরি দুইটি পিস্তলের আওয়াজ হইল। নিম্নতলের কর্ম্মচারিগণ ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। এই ব্যাপারে সাহেব তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিয়া, অতি ক্ষীপ্র-গতিতে বারাণ্ডার দিকে ধাবিত হইলেন। যুবক শশব্যস্তে সাহেবের দক্ষিণ হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"অপেক্ষা করুন। উপস্থিত বারাণ্ডায় যাবার কোন প্রয়োজন নাই। ষড়যন্ত্রকারীর দল সহসা একটা অনিষ্ট ক'র্‌তে পারে।"

সাহেব বলিলেন,—"ইংরাজ জাতি অতটা প্রাণের মমতা করে না। আপনি আমায় ছেড়ে দিন।"

সাহেবের এই উত্তেজনা-পূর্ণ বাক্য-বিন্যাস নীরব হইতে না হইতে, ছায়ার ন্যায় একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং অনতিমুহূর্ত্তে একখানি খামে মোড়া পত্র ফেলিয়া দিয়া সে পুনরায় অন্তর্হিত হইল। যুবক অতি চঞ্চল

দৃষ্টিতে তাহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু প্রাণ পরিশ্রম চেষ্টার ফলেও কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। সে ব্যক্তি যেন ছায়ার অনুচর! জ্যোৎস্নালোকে ভাসিয়া আসিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অনন্ত ছায়ায় মিশিয়া গেল। গগনের পূর্ণচন্দ্রকে তখন কালমেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সমূহ বিপদের উপর সহসা এ দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়াতে, সাহেব আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যুবকের মুখের দিকে তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

যুবক সাহেবের এ চাহনির মর্ম্মানুভব করিতে সক্ষম হইলেও, তিনি নীরবে অবস্থান করিলেন না। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য কহিলেন,—"দেখুন, আপনি এখন ধৈর্য্য ধারণ করুন। এ ক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ নাই।"

মৌনভাবে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষার পর সাহেব কহিলেন,—"যে পত্র দিয়ে গেল ও ব্যক্তি কে?—আপনি কি ওকে চেনেন?"

যুবক,—"না, সম্ভবতঃ ও দস্যুর অনুচর।"

সাহেব,—"পত্র কি আমার?"

যুবক,—"ব'ল্‌তে পারি না;—দেখি।"

যুবক সাহেবের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে তখন পত্র খানি গ্রহণ করিলেন। পত্রের শিরোনামায় তাঁহারই নাম সন্নিবিষ্ট ছিল।

সাহেব বিস্মিত ভাবে কহিলেন,—"কি দেখ্‌লেন?"

যুবক,—"এ পত্র আমার।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া যুবক তৎক্ষণাৎ পত্র খানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠান্তে একটি ভীষণ চীৎকার করিয়া কহিলেন,— "শয়তানের শোণিত চাই। জীবন যায় তাতে কোন ক্ষোভ নাই।"

সাহেব যুবকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে যে লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া গেল, যাহার কথা স্মরণ হইলে শক্তিমানের পাষাণ হৃদয়ও কম্পিত হয়, সেই ভীষণ চিন্তাবার্ত্তা বিস্মরণ হইয়া নিশ্চল পুত্তলিকার ন্যায় তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। প্রকৃতির এ আকস্মিক বিপর্য্যয়ে সোণার নীলকুঠী তাঁহার চক্ষে ভীষণ মরুপ্রান্তরে পরিণত হইল।

রজনীর সেই দীপালোক সজ্জিত বৃহৎ প্রকোষ্ঠ মধ্যে দুইটী প্রাণী নীরবে অবস্থিত। ইঁহাদের মধ্যে যিনি অত্যধিক বলিষ্ঠ, যাঁহার শক্তির উপর কোন কিছু নির্ভর করিতে পারা যায়, যাঁহাকে সন্ধান করিবার জন্য অসংখ্য প্রাণী শঙ্কিত ও ত্রাস্ত সেই ভীমবলিষ্ঠকায় যুবক, উদার প্রকৃতি বেকার সাহেবের মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া শশব্যস্তে কহিলেন,—"আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এ বিষয়ের জন্য যা কিছু ক'র্‌তে হয় সে ভার আমার উপর। মনে জান্‌বেন যে এ কাণ্ডটা আমার জন্যই হ'চ্ছে!"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"কারণ?"

যুবক। ষড়যন্ত্রকারীরা আমায় হত্যা ক'র্‌তে চায়।

সাহেব। আপনি কি তাদের অনিষ্টকারী?

যুবক। কতকটা তাই বটে।

সাহেব। আপনার নাম কি?

যুবক। পরে শুন্‌তে পাবেন। উপস্থিত আমি চল্লুম। আপনার যাতে অনিষ্ট না হয় সে চেষ্টা এখনি ক'র্‌ব।

যুবক আর অপেক্ষা করিলেন না। অতি ব্যস্ততাসহকারে নীল-কুঠী পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজপথাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই

অবসরে অন্য কোন উপায় সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া সাহেব সেই যুবকেরই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ যুবক কে? অকস্মাৎ এ পত্রই বা কোথা হইতে আসিল?

যুবক অন্য কেহই নহেন। ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ডিটেক্‌টিভ গরিজান। ছদ্মবেশে সজ্জিত হইলেও ষড়্‌যন্ত্রকারীরা পত্র খানি ইঁহারই উদ্দেশে লিখিয়াছে। পত্রের মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

যোমপুরী,
২৭শে চৈত্র।

মান্যবরেষু!—

সাহেব! আজ আমরা আপনার অনুগত বা আজ্ঞাধীন। আপনার ন্যায় একজন স্বনামখ্যাত গোয়েন্দার সমুচিত আদেশ পালনে, আমাদের ন্যায় ধর্ম্মদলিত হতভাগ্যগণের অন্তরে অবশ্যই আনন্দের সঞ্চার হয়। মনে ভাবি হৃদয়ের সার বস্তু গুলি একত্রে বরণডালা সাজাইয়া—পবিত্র প্রেমের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া—সংসারের এক নিভৃত অরণ্যে নিশিদিন আপনাকে প্রাণ পুরিয়া পূজা করি। আশা এ পূজা আপনি অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

পূজার আয়োজনে যেমন আনন্দ বিসর্জ্জনেও প্রায় তদ্রূপ। অপর ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিবেচনা করিলে আপনাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আমাদের হস্তস্থিত ইস্পাত-ফলকে আজও তীক্ষ্ণ ধার বর্ত্তমান। এ ফলক আজও নর-রক্তে রঞ্জিত হয়।

সে যাহা হউক, আদেশ করুন আমরা এখন কোন পথ অবলম্বন করিব। পূজার পথ অবশ্যই সুশৃঙ্খল—বিসর্জ্জনেও বিঘ্ন নাই। আমরা উপস্থিত স্থলে ও জলে। আপনি যে পথে যাইতে ইঙ্গিত করিবেন সহাস্যমুখে আমরা সেই পথেই অগ্রসর

হইব। প্রাণটা আমাদের অতি তুচ্ছ। বিনীত ভাবে নিবেদন এই—যে আপনি শীঘ্রই নিরস্ত হউন। গোয়েন্দাগিরি পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে ব্রতী হইতে চেষ্টা করুন। আমাদের শত্রুতা সম্পাদনে নিজের অমঙ্গল ক্রয় করিবেন না। জীবন রক্ষার জন্য, সহধর্ম্মিণীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পারেন ত' সুখের পরিত্যাগ করিবেন। অর্থের প্রয়োজন হইলে আপনাকে আমরা প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে পারিব। এ ক্ষেত্রে যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করুন। পনর দিনের মধ্যে আমরাও যা হয় একটা স্থির করিব। হয় পূজা—নয় বিসর্জ্জন! হয় জয়—নয় মৃত্যু! ইতি—

আপনার—

শ—গু—মি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"আমি আপনাকে চিনি না। আপনি কি মুসলমান?"

"না—আমি হিন্দু। পশ্চিম প্রদেশ আমার জন্মভূমি।"

তখন দিবা অবসান হইতে বিলম্ব ছিল না। গোধূলির ক্ষীণ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন আম্র-কুঞ্জের শাখা প্রশাখা আন্দোলিত করিয়া— দিগন্ত প্রসারিণী সান্ধ্য-বায়ু বিশ্বচরাচরে বিস্তৃত হইতেছিলন। পাপীয়ার কল-কণ্ঠ-মুখরিত সুমধুর প্রতিধ্বনি সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরে মিশিয়া ভাবুকের হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদ্রেক করিতেছিল। এই অবসরে সুদূর বন-ভূমির একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া, একটী যুবক ও একটী পরমাসুন্দরী যুবতী উক্তরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল।

সম্মুখে একখানি বহু প্রাচীন অট্টালিকা বর্ত্তমান। সংস্কারের অভাবে তাহার চতুর্দ্দিক ভগ্ন, অপরিচ্ছন্ন ও অগণ্য বৃক্ষপল্লবে পরিবেষ্টিত। পশ্চাতে খরস্রোতা নদী প্রবাহিতা, দক্ষিণে ভীষণ অরণ্য এবং উত্তরে সামান্য সমতল ক্ষেত্রের শ্যাম দূর্ব্বাদলোপরি উপবিষ্ট হইয়া যুবক ও যুবতী সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় ছিল। নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইলেই তাহারা অট্টালিকায় প্রবেশ করিবে।

যুবতী সেই দুনিয়া, আর যুবক আমাদের পরিচিত কালাচাঁদ। প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ উন্নত বক্ষে দুঃখের বোঝা বহন করিয়া, মানস চক্ষের উপর দুনিয়ার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কালাচাঁদ আজও বর্ত্তমান। অগণ্য পাশব অত্যাচারীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুনিয়ার জন্য সে আজও জীবিত। দুনিয়াকে সে প্রকৃতই ভাল-বাসিয়াছে। তাহার জন্য সে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহে।

দুনিয়া! তোমায় যে একজন এত ভালবাসিয়াছে। আপনার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তোমার জন্য যে একদিন গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিল। পরে জীবন রক্ষা পাইয়া তোমার জন্য যে আজও এ স্থান পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিকে তুমি কি ভালবাসিয়াছ? তাহার জন্য তোমার নির্ম্মম হৃদয় কি একবারও বিগলিত হয়? না তাহা হয় না!—তাহা বোধ হয় হইতে পারে না। তুমি এখন অপরকে ভালবাসিয়াছ। তোমার হৃদয়ের অনন্ত প্রেম, তোমার দৃষ্টির সরল চাহনি; তোমার মনের প্রকৃত অনুরাগ, তোমার নিজস্ব বলিতে যাহা কিছু ছিল তাহা একত্রে সংরক্ষিত করিয়া অন্যের চরণে অর্পণ করিয়াছ। কালাচাঁদ তোমার পক্ষে আজ উপেক্ষার পাত্র।

পাঠক! ইহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। তবে দুনিয়া যে উপস্থিত অন্যের প্রেমে আসক্ত একথা আমার বলিতেই

হইবে। ইহা না হইলে আমার অন্তরের আবেগ অন্তরেই থাকিয়া যাইবে। আপনারা আমায় তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিবেন।

তুনিয়া এখন দস্যু সর্দ্দার শিউশরণের রূপে মুগ্ধ। শিউশরণ হিন্দুস্থানী যুবক। অসীম ক্ষমতা ও প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে আজ সে প্রচুর ধনের অধিপতি। অরণ্য মধ্যস্থ এ ভগ্ন অট্টালিকখানি তাহারই আড্ডাবাড়ী। পঁচিশ জন সহচর সঙ্গে লইয়া এই স্থানে দিনান্তে সে অসংখ্য নরনারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। সতীর সতীত্ব নষ্ট, ধনীর ধনসম্পত্তি অপহরণ এবং পরের গলায় শাণিত ছুরির আঘাত করিতে সে সকল সময়েই প্রস্তুত। মনুষ্যের উষ্ণ শোণিতে তাহার হস্তদ্বয় সকল সময়েই রঞ্জিত।

সে দিন নিশাযোগে নদীবক্ষঃস্থিত বজরা হইতে তুনিয়াকে যাহারা আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল, যাহাদের চেষ্টায় এ যুবক যুবতী আজ নবজীবন লাভ করিতে পারিয়াছে তাহারা এই শিউশরণের অনুচর ব্যতীত আর কেহই নহে। দৈবযোগে সে বজরায় সেদিন সর্দ্দার শিউশরণও বর্ত্তমান ছিল।

সুরাপায়ী বিলাস-ব্যভিচারী বিশ্ব-ঘৃণিত শিউশরণ কু-দৃষ্টির প্রভাবে তুনিয়ার সর্ব্বাঙ্গ সেদিন বড়ই সুন্দর দেখিয়াছিল। শরতের স্নিগ্ধোজ্জ্বলকর চন্দ্রকিরণে সে রূপের জ্যোতিকে তখন সত্যই প্রোজ্জ্বল করিয়াছিল।

শিউশরণ নিজের চেষ্টায় বুক দিয়া উদ্ধার করিয়া—অতি যত্নে, অতি আগ্রহ সহকারে জলপূর্ণ বজরাখানি সতর্কভাবে পরিচালিত করিয়া তাহাদের তখন নিজের গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা এইস্থানেই অবস্থান করিতেছে। বাঁধন কাটিবার কোন উপায় নাই। সম্বন্ধ বিচ্ছেদে এখন অনেক বিঘ্ন।

কথায় কথায় সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিশ্ব-প্রকৃতি আবার নীরব হইল। কিন্তু কৈ আশা ত মিটিল না? সে আশা যে অপূর্ণ রহিল!—সে কামনা যে ব্যর্থ হইল।

কালাচাঁদের প্রতি ছুনিয়ার তিলার্দ্ধ স্পৃহা নাই। জলপথ হইতে মুক্তি পাইয়া যে শিউশরণকে দেখিয়াছে, সেই দেখা হইতে সে তাহারই প্রতি আকৃষ্ট। তিনদিনের পর কালাচাঁদের বিশেষ অনুরোধে যে এ নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে সে কেবল ধর্ম্ম রক্ষার জন্য! ঈশ্বরের রাজ্যে সে এতটা অপতিতা নহে।

অতি লজ্জিতভাবে ও অনিচ্ছাসত্ত্বে ছুনিয়া যখন কালাচাঁদের পরিচয় জানিতে চাহিল, সে সময় কালাচাঁদের হৃদ-গহ্বরে কে যেন পাষাণ নিক্ষেপ করিল। অতি কষ্টে আত্মবেগ সম্বরণ করিয়া সে বলিল,—"না—আমি হিন্দু। পশ্চিম প্রদেশ আমার জন্মভূমি।"

কালাচাঁদের এ বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুনিয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। মস্তক ঈষদোন্নত করিয়া ঘৃণিতস্বরে বলিল,—"তুমি হিন্দু আমি মুসলমান! ধর্ম্ম সঙ্গত তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। ইচ্ছা ক'র্‌লে তুমি আজই এ স্থান পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার।"

"তা যদি না পারি?"—এই কথা সমাপ্তির পর কালাচাঁদের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। অশ্রুপূর্ণ চক্ষের ক্ষীণ জ্যোতিঃ-রেখা অন্ধকারে মিশিয়া গেল। সে আর কিছুই বলিতে পারিল না।

এই ব্যাপারে ছুনিয়ার মন অত্যন্তই চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিরক্তিস্বরে বলিল,—"যা ভাল বোঝ কর। আমি উপস্থিত বেশ আছি।"

সে এইবার স্বস্থান গমনের চেষ্টা দেখিল। রূপ-গর্ব্বিতা বিলাসী

নারী—বিলাসমদোন্মত্ত শিউশরণের জন্ত জীবনের অনন্ত অনুরাগ ছড়াইয়া দিল। প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি অঙ্গভঙ্গিমায়, প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালনে প্রতিক্ষণের প্রেম-তরু-রাজি যেন জগৎ বিস্তার করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই কালাচাঁদ সর্ব্বস্ব ভুলিল। ছুনিয়ার রূপ-স্রোতে ভাসিয়া আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রাণে সে মণি-মুক্তার অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার সম্মুখ পথ অবরোধ করিয়া নতমুখে ও নম্রস্বরে বলিল,—"যেওনা—আর একটু অপেক্ষা কর।"

অতি গম্ভীরস্বরে ছুনিয়া বলিল,—"প্রয়োজন?"

কালাচাঁদ। তোমাকে দেখ্‌ব। এই নির্জ্জনে ব'সে তোমার সঙ্গে ছুটো প্রাণের কথা কইব।

ছু। আমি সেটা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি। তোমার সঙ্গে যদি গোপনে আলাপ পরিচয় হয় তা হ'লে সর্দ্দার সাহেব নিশ্চয়ই খেপে উঠবেন। এ দলের সকলেই আমায় হত্যা করবার চেষ্টা ক'র্‌বে।

কা। সুন্দরী! মনের অনুরাগের কাছে মৃত্যু অতি তুচ্ছ। মন যখন অগ্নিগর্ভে ঝাঁপ দিতে চায় সে অগ্নি তখন সাগরের বারি; সে বারিতে জীবনের সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হ'য়ে যায়। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তোমার প্রাণ যদি তাই চায়, তা হ'লে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর দৃষ্টি অতিক্রম ক'রেও আমায় ভাল বাস্‌তে পারবে! সে এখন তোমার হাত।"

ছু। না যুবক, সে ঈশ্বরের হাত। সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিতা।

কা। তুমি কি এখন শিউশরণের রূপে মুগ্ধ?

ছু। কতকটা যেন তাই অনুমান হয়।

কা। সুখের বিষয়। এ সুখ সম্ভোগ তোমার চিরস্থায়ী হ'ক!—ঈশ্বরের চরণে আমি তাই প্রার্থনা করি।

হু। তুমি চ'লে যাও।

কা। কোথায় যাব?

হু। তোমার দেশে। চেষ্টা ক'র্‌লে আমি তোমার রাহা খরচ যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

কা। না—তা বোধ হয় পেরে উঠব না। তোমায় ছেড়ে আমি স্বর্গে গিয়েও সুখী হ'তে পার্‌ব না।

হু। তা হ'লে তুমি এ ক্ষেত্রে কি চাও? তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

কা। আমি তোমায় কেবল চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই। তোমার সুখের জন্য, তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার দুঃখ মোচনের জন্য তোমার সম্মুখে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে চাই। তোমার পিউশরণের জন্য, তোমার প্রবৃত্তির জন্য, তোমার শান্তি বিধানের জন্য দিবসের মধ্যাহ্নে উপবাসী থাক্‌তে চাই!—নিশার নিভৃত শয়নে নীরবে অনিদ্রিত থাক্‌তে চাই। তোমার মনঃতুষ্টির জন্য তোমার পিউশরণকে বুক দিয়ে রক্ষা ক'র্‌তে চাই। তোমার সুখের পথে আমি কণ্টক হ'তে চাই না।

হিমাদ্রি-সিক্ত বিশাল গিরি-পথ অতিক্রম করিয়া যে দ্রুত নদী সাগর-বক্ষে মিশিতে চলিয়াছে—তাহার গতি যেমন পরিবর্ত্তন-শীলা, এ ক্ষেত্রে হুনিয়ার আন্তরিক অনুরাগ সম্বন্ধে কতকটা তাহাই ঘটিল। কালাচাঁদের এ আবেগপূর্ণ বাক্য-লহরী তাহার সে পাষাণ হৃদয়কে তিলার্দ্ধ বিগলিত করিতে পারিল না। কিছুক্ষণের জন্য নীরবে অবস্থান করিয়া পরক্ষণে বেশ দাম্ভিকতার সহিত সে বলিল,—"যা হয় একটা পরে বিবেচনা হবে। উপস্থিত নিশাগত—চল অট্টালিকায় প্রবেশ করি।"

অন্য দ্বিরুক্তির অপেক্ষা না করিয়া হুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই অট্টা-

লিকা মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে অনন্ত ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া—যুবক কালাচাঁদও সেই পথ অনুসরণ করিল। এ স্থলে এটুকুও ব্যক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন, যে তাহাদের সন্নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র ঝোপ হইতে আর একটী বিকটাকার মনুষ্য মূর্ত্তি বাহির হইয়া ধীরে ধীরে সেই পথেই অগ্রসর হইল। সে ব্যক্তি বোধ হয় সর্দ্দার শিউশরণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নরহন্তাকারী দুর্দ্দান্ত পিশাচগণের আচার প্রণালী উপলক্ষ করিয়া কল্পনার অনুরাগে যদ্যপি কোন নিন্দনীয় ভাবভঙ্গির বিকাশ পায় এবং ভাষা বিচ্ছেদে সাহিত্যের কোন মনমালিন্যতা উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে দোষারোপের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি না। সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

যাহারা দস্যু ও তস্কর, কু-কর্ম্মের তীব্র হুতাশনে পতঙ্গ-পতনের ন্যায় যাহারা স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত, যাহাদের শক্তিপূর্ণ মেরুদণ্ডখানি পাপের উত্তেজনাভরে প্রস্তরমূর্ত্তি অপেক্ষাও কঠিন, পাপের অনুষ্ঠানে পুণ্যের পতন দেখিয়া ভ্রমেও যাহারা ধর্ম্মের শরণাগত হয় না, কবি কল্পনার নির্ম্মল ও পবিত্র তুলিতে তাহাদের সেই কদাচারপূর্ণ পঙ্কিল জীবন অঙ্কিত করা একান্ত অন্যায় হইলেও—স্থল বিশেষে তাহা বিস্তৃত ভাবে অঙ্কন করিতে ত্রুটি স্বীকার করিলাম না। ইহার জন্য আমি অনুতপ্ত বা চিন্তিত নহি।

আমি এখন পাতাল পুরীর বিষয় উল্লেখ করিব সর্দ্দার আবদুল্লা সাহেব যে পুরী নির্ম্মাণ কল্পে রাশীকৃত অর্থব্যয় করিয়াছে, যাহার গুপ্তদ্বারে অবস্থান করিলে শত্রু ভয় খুবই কম, মৃত্তিকার সেই পঞ্চাশ হস্ত নিম্নে অবস্থিত ভীষণ পুরীর মধ্যে জনকয়েক বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি তখন কি একটা প্রয়োজনীয় কথায় নিযুক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে সর্দ্দার আবদুল্লা ও যামিনীনাথ একটু দূরে থাকিয়া, উপস্থিত জনমণ্ডলীর তর্কবিতর্কগুলি বেশ আগ্রহ সহকারে শুনিতেছিল।

একজন খর্ব্বকায় ব্যক্তি অপর একজন দীর্ঘ বলিষ্ঠ সহচরকে, লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"দেখ্ পিয়ারী, আমি একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি।"

সে ব্যক্তির কথার পৃষ্ঠে পিয়ারীলাল বলিল,—"কি ভাই জঙ্গীলাল, সেটা কি আমরা শুন্‌তে পাই না?"

উপরোক্ত প্রশ্নকারীর নাম জঙ্গীলাল। উত্তরে জঙ্গীলাল বলিল,—"তা অবশ্য পেতে পারিস্। তোদের কাছে না ব'ল্‌লে আমার ঘুম হবে না; এ অন্ধকূপে আমি দমফেটে ম'র্‌ব।"

অন্য এক ব্যক্তি তাহার নাম সুন্দরলাল। পিছন হইতে সে অমনি বলিল,—"আমার ত' শুনেই পিলে চ'ম্‌কে উঠ্‌ল। বলি কোন হত্যা রহস্য নয় ত'?"

জঙ্গীলাল বলিল,—"তা হ'লেও ত' মঙ্গল ছিল; এ প্রেমের ব্যাপার। একটা ছুঁড়ীর প্রতি বেজায় ম'জে গেছি। তাকে না দেখ্‌লে প্রাণটা আইঢাই করে। মনে হয় আমি অধঃপাতে গেছি। আমার বাল্যসঞ্চিত শক্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

জঙ্গীলালের এ খেদপূর্ণ বাক্যগুলি সাধারণতঃ অপেক্ষা ঈষৎ কঠোর। তত্রাচ মধুর গম্ভীর সংমিশ্রিত করিয়া—প্রণয়ের আদর্শ

পথে স্বর্গ-দুন্দুভির ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইল। উদাস বিহ্বলনেত্রে শূন্য ধরা-বক্ষে সে সময় সে একটী নূতন প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে প্রতিমূর্ত্তির মর্ম্ম—প্রেম!

জঙ্গীলালকে নীরবে অবস্থিত দেখিয়া পিয়ারীলাল বলিল,—"জঙ্গীলাল, ভেব না। প্রেম যেমনই হ'ক্ না কেন সে প্রাণের কোন অনিষ্ট ক'রতে পারে না। তবে প্রাণটাকে একটু শক্ত করা চাই।"

দলের মধ্যে সুন্দরলাল একটু বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিল। তাহার মস্তকের কৃষ্ণময় চিকুরগুচ্ছগুলি শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। একাদিক্রমে সে আজ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। যৌবনের উত্তেজনাপূর্ণ আবেগ ও উদ্রেক তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেও কি এক অনুরাগভরে সে কহিল,—"কি আপদ্! এই জন্য এত চিন্তা? তুচ্ছ একটা নারী, ইচ্ছা ক'রলে যাকে ইঙ্গিতে হস্তগত করা যায়, পায়ের তলায় ফেলে যাকে বৃন্তচ্যুত কলির ন্যায় দলন ক'রতেও কোন আপত্তি নাই, সেই একটা নারীর ভাবনায় তুমি এত ব্যস্ত হ'য়েছ? ছি—ছি, একথা আর প্রকাশ ক'র না; কেউ যদি শুনে ফেলে তা হ'লে তোমায় পাগল ব'লবে।"

এইরূপ নানা কথার আড়ম্বর বৃদ্ধি করিয়া পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা গোলযোগ চলিতে লাগিল। এই অবসরে দলপতি আবদুল্লা সাহেব ও যামিনীনাথ অন্য কথায় নিযুক্ত হইল।

আবদুল্লা সাহেব কহিল,—"আমি ত' কিছু ভাল বুঝ্ছি না। ব্যাপার ক্রমেই কঠিন হ'য়ে দাঁড়াল।"

প্রত্যুত্তরে যামিনীনাথ বলিল,—"আমার পক্ষে বোধ হয় ততদূর নয়। ডিটেক্‌টিভ পরিজান সাহেব যখন এতদূর উদ্যত,

তাকে এখন বেশ একটু শিক্ষা দেওয়া চাই। এ যদি না হয় তা হ'লে আমাদের সকল শ্রম পণ্ড হবে; পরিণামে ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌তে হবে।"

আবদুল্লা। তুমি এখন কি ক'র্‌তে চাও?"

যামিনী। চিঠিতে যে বিষয় উল্লেখ ক'রেছি ঠিক তারই নকল। আমি তার পত্নীকে হরণ ক'র্‌তে চাই।

আবদুল্লা। এত বড় কাজটা পেরে উঠ্‌বে কি?

যামিনী। চেষ্টা থাক্‌লে নিশ্চয়ই পার্‌ব।

আবদুল্লা। ঠিক বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না।

যামিনী। অবিশ্বাসের কারণ?

আবদুল্লা। সে পূর্ব্বেই সতর্ক হ'য়েছে। তার গৃহদ্বারে এখন অসংখ্য পুলিস-প্রহরী নিযুক্ত। পুলিসের চোখে ধূলি দিয়ে এ কাজ তুমি কি প্রকারে ক'র্‌বে?

যামিনী। পুলিসের চোখে ত' চিরদিনটাই ধূলি দিয়ে আস্‌ছি। এর মধ্যে আর নূতনত্ব কি?

আবদুল্লা। যা ভাল বোঝ কর। পার ত' খুবই মঙ্গল।

আবদুল্লা সাহেব অন্য কিছু না বলিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের পর পুনরায় কহিল,—"সেদিন নীলকুঠীর ব্যাপারে বড়ই গোলযোগ রেখেছে। নিঃস্বার্থে এমন কাজটা না করাই মঙ্গল ছিল।"

যামিনীনাথ বলিল,—"আমি ভেবেছিলুম এই ব্যাপারে গরিজান নিশ্চয়ই সাবধান হবে।"

আবদুল্লা। সেটা যে তোমার ভুল ধারণা এখন তার যথেষ্টই প্রমাণ পাওয়া গেল। শুন্‌লুম পাটনা থেকে নাকি আর একজন গোয়েন্দা আস্‌ছে।

গোয়েন্দার নাম শুনিয়া যামিনীনাথ ভয়ের পরিবর্ত্তে খুব খানিকটা উৎফুল্লতা প্রকাশ করিতে ছাড়িল না। সহাস্যমুখে সে বলিল,—"এই জন্যেই আজ আমার এত আনন্দ। পাটনা সহরের সেই গোয়েন্দার দ্বারাই সকল কাজ উদ্ধার হবে। সে বেচারা যদি না আস্‌ত' তা হ'লে সব ফাঁক হ'য়ে যেত! গরিজানের একগাছা কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌তুম না।"

যামিনীনাথের কথা শুনিয়া আবদুল্লা সাহেব অত্যন্তই বিস্মিত হইয়া পড়িল। শশব্যস্তে সে বলিল,—"কি রকম?"

যামিনীনাথ বলিল,—"প্রথমে তাকে বন্দী ক'র্‌তে চাই। ভজনলাল ও পাহাড়ী এখন সেই চেষ্টাতেই ঘুর্‌ছে।"

আবদুল্লা। তারা কি তাকে বন্দী ক'র্‌তে গেছে?

যামিনী। হাঁ!—আমিই তাদের পাঠিয়েছি।

আবদুল্লা। এতে তোমার লাভ?

যামিনী। লাভ যথেষ্ট। প্রথম লাভ সুচতুর গোয়ান্দা গরিজানের পত্নীকে হস্তগত করা, আর দ্বিতীয় লাভ তাকে এমন একটা চাতুরী দেখান চাই, যে এই হ'তে সে যেন সাবধান হ'য়ে যায়।

আবদুল্লা। যা ভাল বিবেচনা হয় কর। তোমার কাজে আমি কোন বাধা দিতে চাই না। কারণ এ কথা আমি নিজেই স্বীকার করি, যে আমাপেক্ষা তুমি অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন। তোমার কাজকর্ম্ম দেখে আমি প্রকৃতই স্তম্ভিত হ'য়েছি।

আবদুল্লা সাহেবের এ প্রশংসা যামিনীনাথের অদৃষ্টে প্রত্যহই ঘটিয়া থাকে। অতএব ইহাতে সে তেমন গৌরব অনুভব করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া পরে বলিল,—"সর্দ্দার সাহেব! উপস্থিত টাকার উপায় কি হবে?"

টাকার নাম শুনিয়া আবদুল্লা সাহেবের মাথায় যেন আকাশ

ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিন্তিতভাবে সে বলিল,—"পেশোয়া সাহেবের দ্বারায় কি কিছু হ'ল না?"

যামিনী। এখন ত' সুবিধা ক'র্‌তে পারিনি।

আবদুল্লা। টাকার বিশেষ প্রয়োজন। উপস্থিত ক্ষেত্রে ওর দ্বারাই কাজ বাগান চাই।

যামিনী। বেশ মতলব। আমিও কতকটা তাই এঁচেছি।

আবদুল্লা। প্রয়োজন হ'লে তাকে হত্যা ক'র্‌বে। যে প্রকারেই হ'ক এ ক'দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করা চাই—চাই!

যামিনী। ততটা বোধ হয় ক'র্‌তে হবে না। যা মতলব বার ক'রেছি এতেই কাজ হাসিল হবে।

আবদুল্লা। কি মতলব?

যামিনী। দুনিয়ার একটা চাচা যোগাড় ক'রে নিয়ে তার সাহায্যেই কাজ বাগিয়ে নেব। এই সঙ্গে সঙ্গে আর দুজন যদি জাল পুলিশ সাজাতে পারি তা হ'লে পাঁচ হাজারের স্থলে পনর হাজার আদায় ক'র্‌তেও কষ্ট হবে না। সে খুব সহজ উপায়।

কথা-প্রসঙ্গে যামিনীনাথের আরক্ত গণ্ডতল উজ্জ্বল করিয়া ঈষৎ স্বেদধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সৌম্যকান্তি বলিষ্ঠ দেহখানি সানন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। উৎফুল্লচিত্ত সহকারে সে পুনর্ব্বার কহিল,—"সর্দ্দার সাহেব! চিন্তা পরিত্যাগ কর। আজ হ'তে চার দিনের মধ্যে আমি সকল দিক্ ঠিক ক'রে ফেল্‌ব। প্রথমে গরিজানের স্ত্রীকে হরণ ক'র্‌ব, তারপর পাঁচ হাজার টাকার স্থলে নগদ পনর হাজার যোগাড় ক'র্‌তেও অক্ষম হব না।

সর্দ্দার আবদুল্লা সাহেব বিখ্যাত দস্যু হইলেও এ ক্ষেত্রে যামিনী-

নাথের পক্ষে সে কিছুই নহে। যামিনীনাথের একটি কথায় তাহার পাষাণ হৃদয় সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইল। ভবিষ্যতের কঠোর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পরমুহূর্ত্তে সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল। পাতালপুরী কিছুক্ষণের জন্য আবার নীরব হইল।

তখন দিবসের অপরাহ্নকাল। পল্লীপথে—বৃক্ষশাখায়—নিভৃত মালঞ্চের লতায় পাতায় ও নদীতটের নির্ম্মল বারিধারায়—গোধূলির ঈষৎ অন্ধকার বিস্তার করিয়া বিশাল ধরণী জননী রজনীরূপে বিকাশিত হইতেছিলেন। নীলিমা-মণ্ডিত অম্বর-গাত্রের ক্ষীণ উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী একত্রে সমাগত হইয়া—স্রষ্টার বিশ্ব প্রকৃতি বিস্তার করিবার জন্য কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। সে সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া পরক্ষণে তাঁহারা উদয়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। সুদূর সুনীল গগনে ধীরে ধীরে নিশাপতি উদিত হইলেন।

এই সময়ে পাতালপুরীর সাঙ্কেতিক রজ্জুতে সজোরে টান পড়িল। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ভজনলাল ও পাহাড়ী স্বকার্য্য সাধন করিয়া সহাস্যে প্রত্যাগমন করিল। বলা বাহুল্য যে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি হতভাগ্যও বন্দি অবস্থায় উপস্থিত হইল। সে গোয়েন্দা। পাটনা হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুঙ্গেরে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার এই অবস্থা।

সহসা এই ব্যাপার দেখিয়া যামিনীনাথ আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। ভজনলালকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"কি ভজনলাল, কাম ক'তে ত'?"

ভজনলাল সহাস্যমুখে বলিল,—"বামাল সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি। এই চোখ বাঁধা লোকটিকে যদি না চিনতে পারেন তা হ'লে সে আমার নসীব।"

ভজনলালের কথা শেষ হইতে না হইতে পাহাড়ী বলিল,—

"ইনি পাটনার ভদ্রলোক। গোয়েন্দাগিরি কর্‌বার জন্য মুঙ্গেরে এসেছেন কি না, তাই এনার প্রতি আমরা এত অনুরক্ত।"

বন্দি যুবক তখন কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। চক্ষু ও হস্তদ্বয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া স্থান নির্ণয় করিতে না পারিলেও সে যে দস্যুর দ্বারা আবদ্ধ একথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে। যাহা হউক বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই গোয়েন্দার ধর্ম্ম। ভবিষ্যতের চিন্তা ভুলিয়া সে কহিল,—"ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, যে আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট ক'র্‌ব না। আমায় তোমরা ছেড়ে দাও। আমার চোখের বাঁধন খুলে দাও।"

যামিনীনাথ বলিল,—"বেশ কথা, তাই হ'ক্‌।"

এই কথার পর ভজনলালকে ইঙ্গিতে জানাইল যে,—"বন্দিকে এখন অন্ধকূপে আবদ্ধ ক'রে রাখ।"

যথাক্রমে ভজনলাল ও পাহাড়ীর দ্বারায় বন্দী গোয়েন্দা কারা-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। আবদুল্লা সাহেব ও যামিনীনাথ তখন পুনরায় কথোপকথনে নিযুক্ত হইয়া পড়িল।

স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া ভজনলাল ও পাহাড়ী ফিরিয়া আসিলে যামিনীনাথ কহিল,—"সর্দ্দার সাহেব! পনর দিনের জন্য আমায় ছুটি দাও। এই নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হ'তে না হ'তে আমি আমার সমস্ত উদ্দেশ্য জয় ক'র্‌ব। এখন চল্লুম।"

এই কথা বলিয়া পাহাড়ী, ভজনলাল ও উপস্থিত জনমণ্ডলীর ভিতর হইতে পিয়ারীলালকে সঙ্গে লইয়া সে কর্ত্তব্য পথ অনুসরণ করিল। বলা বাহুল্য যে তাহারা সকলেই তখন ছদ্মবেশে সজ্জিত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুঙ্গের পুলিস-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ইন্‌স্পেক্টর রামলাল রায় ও মহম্মদ গরিজান—পাটনার প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ দেবেন্দ্র প্রসাদের আগমন প্রতীক্ষায় ব্যাকুলচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের আশা—যে তস্কর-রহস্যের অদ্যাবধি কোন মীমাংসা হইল না, তাহা এই নবাগত ডিটেক্‌টিভ দেবেন্দ্রপ্রসাদের দ্বারা অতি সহজে ও অল্প সময় মধ্যে সংসাধিত হইবে। এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া কিছুক্ষণের পর কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর মুখে যখন শুনিলেন, যে দেবেন্দ্রপ্রসাদ তখনও মুঙ্গেরে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণ মধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইল। গরিজান সাহেব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারীকে প্রশ্ন করিলেন,—"এ সংবাদ তোমায় কে দিল? তুমি কি এতক্ষণ তাঁরই সন্ধানে নিযুক্ত ছিলে?

কর্ম্মচারী বলিল,—"হাঁ, ইন্‌স্পেক্টর বাবুর কথামত গাড়ী নিয়ে আমি তাঁরই অপেক্ষায় ছিলুম।"

গরিজান। এখন টাইম কত?

এই কথা বলিয়া তিনি ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

নয়টা বাজিয়া পনর মিনিট উত্তীর্ণ হয় নাই। ইন্‌স্পেক্টর বাবু শশব্যস্তে বলিলেন,—"প্রায় স' নটা। ব্যাপার কি বলুন দেখি? এতখানি বেলা হ'ল তাঁর ত' খবরই নাই!"

গরিজান ঈষৎ কিন্তু হইয়া বলিলেন,—"বোধ হয় হরিষে বিষাদ!—ব্যাপার একটু গুরুতর রকম।"

"সম্ভব তাই!"—

ইন্‌স্পেক্টর বাবু আর কিছুই বলিলেন না। পকেট হইতে সুগন্ধ-সিক্ত রুমালখানি বাহির করিয়া ঘন ঘন মুখ মুছিতে লাগিলেন। এ সময় তাঁহার ভাবভঙ্গিতে বেশ একটু বিচলতা প্রকটিত হইয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর আশ্বস্তচিত্তে গরিজান পুনরায় বলিলেন,—"অসম্ভব কখন সত্য হয় না। দেবেন্দ্রবাবুর চক্রজাল ছিন্ন ক'রে তাঁর যে কোন অনিষ্ট ক'র্‌বে এ রকম দস্যু মুঙ্গেরে আজও জন্মগ্রহণ করেনি। মুন্সিজী তুমি আবার গাড়ী নিয়ে যাও; আজ তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন।"

উপরোক্ত কর্ম্মচারীর নাম রামনারায়ণ মুন্সি। গরিজান সাহেবের অনুমতি পাইয়া মুন্সিজী তখন তাহাই করিল; গাড়ী জুতিতে আদেশ করিয়া পোষাক পরিবার জন্য সে অন্য গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

মুন্সিজী চলিয়া যাইবার পর গরিজান সাহেব কহিলেন,—"আচ্ছা, দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনার কি কোন আলাপ পরিচয় আছে?"

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে না! এ জীবনে তাঁকে কখন চোখেও দেখিনি।

গরি। আমিও চিনিনা। শুনেছি তিনি নাকি একজন বড়দরের গোয়েন্দা।

ইন্। হাঁ! লাট-দরবার থেকে গত বৎসর তিনি রায় সাহেব উপাধি পেয়েছেন।

গরি। সুখের বিষয়। এইবার নীলকুঠীর চুরি রহস্যের নিশ্চয়ই মীমাংসা হবে। শয়তানরা অত্যন্তই বাড়িয়ে তুলেছে।

ইন্। নীলকুঠীর ব্যাপার দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়েছি। তস্করের যে এত সাহস এই আশ্চর্য্য।

গরি। ব্যাটাদের মরণ ঘুনিয়ে এসেছে। এইবার ওরা ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুল্‌বে।

এইরূপ পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপ চলিতেছিল। গৃহে দুইজন ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না, এমন সময় হাওলদার আসিয়া খবর দিল,—"গোয়েন্দা সাহেব আস্‌ছেন।"

হাওলদারের মুখে শুভ সংবাদ পাইয়া ইন্‌স্পেক্টর ও ডিটেক্‌টিভ গরিজান শশব্যস্তে ফটক অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

গরিজান হাওলদারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহাস্তে কহিলেন, —"কোথায় তিনি?"

হাওলদার একখানি চলন্ত গাড়ীর প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,— "ওই যে আস্‌ছেন।"

তাঁহারা ফটকের সন্নিকটে উপস্থিত হইতে না হইতে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। মুন্সিজী গাড়ীর ছাদ হইতে চীৎকার করিয়া বলিল,—"শুভ সংবাদ! এইবার আমরা সুস্থির হ'লুম।"

ইন্‌স্পেক্টর ও গরিজান গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনীত-ভাবে কহিলেন,—"আসুন! আমরা এতক্ষণ আপনারই প্রতীক্ষায় র'য়েছি।"

প্রত্যুত্তরে গাড়ীর ভিতর হইতে একটি ভদ্রবেশধারী প্রৌঢ় বলি-লেন,—"আমি কালই এসে উপস্থিত হতুম্।"

এই কথা বলিয়া তিনজন অনুচরসহ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। সে তিন ব্যক্তি চৌকিদার। ইন্‌স্পেক্টর বাবু তাহাদের বিশ্রামের জন্ত মুন্সিজীকে কহিলেন,—"এদের ফাঁড়াতে নিয়ে যাও। বিশ্রামের যেন ব্যাঘাত ঘটে না।"

মুন্সিজী আর মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা না করিয়া চৌকিদারগণকে সঙ্গে লইয়া ফাঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। ইন্‌স্পেক্টর ও গরিজানের—

সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে করিতে বাবু বেশধারী প্রৌঢ় ব্যক্তি অফিস মহলে প্রবেশ করিলেন। হাওলদার শকটচালক করিম বক্সকে গাড়ী খুলিতে হুকুম দিয়া সে তাহার গন্তব্যস্থানে গমন করিল।

অফিস মহলের তিনখানি চেয়ার অধিকার করিয়া তিন মূর্ত্তিতে তখন নানা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। নবাগত প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া গরিজান সাহেব কহিলেন,—"আপনিই কি প্রখ্যাত গোয়েন্দা দেবেন্দ্রপ্রসাদ?"

প্রৌঢ় ব্যক্তি ঈষৎ কঠোর স্বরে বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ। আপনার নাম বোধ হয় মহম্মদ গরিজান?"

গরি! আমি যদি তা অস্বীকার করি!

প্রৌঢ়। বিশ্বাস ক'র্‌ব না। আপনার চোখ মুখ তা অবশ্যই প্রকাশ ক'র্‌বে।

গরিজান নিরুত্তর রহিলেন। প্রৌঢ় ব্যক্তির একটি কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিয়া লইলেন। জানিলেন, যে—"ইনি একজন সুচতুর গোয়েন্দা। চতুর ছাড়া এমন কথা খুব কম লোকের মুখেই শুন্‌তে পাওয়া যায়।"

গরিজান সুখ-শান্তিতে বিভোর হইয়া দস্যু-দমনের জন্য তখন নানা চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন,—"পরম সৌভাগ্য যে আজ আমরা আপনার দর্শন পেলুম। মুঙ্গেরবাসী এইবার সুখে নিদ্রা যেতে পার্‌বে। আপনার কৃতিত্বে দুরন্ত তস্করের দল যে শীঘ্রই ধরা পড়বে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।"

দেবেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার বৃহৎ দাড়ীতে হাত দিয়া বলিলেন,— "এই কাজ ক'রে ত' বুড় হয়ে গেলুম। শেষ পর্য্যন্ত কি হয় তা ব'ল্‌তে পারি না।"

ইন্‌স্পেক্টর। পরিণামে নিশ্চয়ই মঙ্গল। ব্রিটিশের রাজ্যে এ যদি না হয় তা হ'লে সবই বৃথা!—আমরা একটা জানোয়ারের মধ্যে।

দেবেন্দ্র। না, মানুষ আর এ জন্মে হ'তে পান্নুম না; যে কুকুরকে সেই কুকুরই রইলুম।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সম্মুখস্থ কাষ্ঠ টেবিলে চপেটাঘাত করিয়া 'হো হো' করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি ঠিক কথাই ব'লেছেন; আহারের জন্য তাদের হাঁ ক'রে ব'সে থাকতে হয় না।"

গরিজান বিদ্রূপের ছলে বলিলেন,—"হাঁ, পচা মড়ার কোন অভাব নাই।"

এইরূপ ভাবে পরস্পরের মধ্যে খুব খানিকটা বচসা হইল। ঘড়িতে টুং টাং ঢুং ঢাং শব্দে বারটা বাজিল। অতঃপর ইন্‌স্পেক্টর রামলাল বাবু দেবেন্দ্র বাবুকে তখন স্নানাদি করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—"বারটা বেজে গেল। চলুন এইবার স্নান করা যাক্।"

গরিজান শশব্যস্তে বলিলেন,—"হাঁ হাঁ, তাই চলুন! আমিও স্নান ক'রব।"

দেবেন্দ্রপ্রসাদ বলিলেন,—"দেখুন ও বিষয়ে আমায় অনুরোধ ক'রবেন না। স্নানাদির প্রতি আমি অত্যন্তই বিরূপ। ওটা আমার সহ্য হয় না।"

গরিজান। সে একরকম মন্দ নয়। আজ তা' হ'লে আমিও স্নান ক'রব না।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"বেশ বেশ, সমব্যবসায়ীর মধ্যে এ রকমটা খুবই দরকার। আমি কিন্তু স্নান না ক'রে থাকতে পারব না।

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। দেবেন্দ্রপ্রসাদ এই অবসরে পরিজানকে বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।"

পরিজান বলিলেন,—"বলুন!"

দেবেন্দ্র। এখানে ব'ল্‌ব না। চলুন আপনার বাড়ীতে যাই।

পরিজান। খাওয়া দাওয়ার বিষয় কি হবে?

দেবেন্দ্র। সে বিবেচনা পরে। আমার সহচর তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে, আপনার বাড়ীতে ব'সে ওরাই আমায় পাক ক'রে দেবে। জাতিতে ওরা মৈত্রি ব্রাহ্মণ।

পরিজান। বেশ কথা; উপস্থিত তবে তাই করা যাক্। ফাঁড়ী থেকে তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ীতেই রন্ধনের আয়োজন হ'ক্। আপনি চলুন।

পরিজান ও দেবেন্দ্রপ্রসাদ তখন ফাঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর রামলাল বাবু অন্য উপায় না দেখিয়া স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণীর জলে অবতরণ করিলেন। বিরাট পুলিস মহলে কিছুক্ষণের জন্য তখন ঘোর আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জনসমাগম-শূন্য আড্ডা গৃহের সম্মুখে বসিয়া দুইটি সমবয়স্কা যুবতী সে সময় গাঢ় চিন্তার স্রোতে নিমজ্জিতা ছিল। চলচ্ছক্তি-রহিতা পথচারিণীর ন্যায় পরিক্লান্ত হইয়া, অসার সংসারের সমস্ত মমতা বিসর্জ্জন দিয়া অনুতপ্তচিত্তে স্ব স্ব অদৃষ্ট পরিণতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে যুবতীদ্বয়ের মধ্যে যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—রূপে, গুণে ও মোহিনী-মূর্ত্তির প্রভায় যাহার তুল্য সুন্দরী শিউশরণের আড্ডায় আর

দ্বিতীয়া নাই সেই দেববাঞ্ছিতা যুবতী মাধবী একটা বক্ষঃস্থলভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

মাধবী প্রকৃতই সুন্দরী। বিধাতার বিচিত্র সংসার ভূমিতে বুঝি এমন সুন্দরী আর নাই। সুউন্নত বক্ষঃস্থল, বিস্তৃত ললাট, বিশাল নেত্রদ্বয় এবং কবি কথায় বলিতে গেলে তাহার মনোরম নাসিকায় খগরাজ গরুড়ও বুঝি বা লজ্জিত হন। কিন্তু হায়! রমণীর একাধারে সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ সত্ত্বেও মুখে সে সরলতা ভাব নাই! নয়নে সে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নাই। আছে যাহা তাহা শয়তানের উপভোগ্য—দেবতার আকাঙ্ক্ষা যোগ্য নহে।

সু ও কু লইয়া সংসার! সৎকার্য্যে যে ধার্ম্মিকের চিরকাল অধিকার চলিয়া আসিতেছে তাহা গুণগ্রাহীমাত্রেই বুঝিতে সক্ষম; অধর্ম্মাচারী যাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা সকলেরই পরিবর্জ্জনীয়। ধনী হইলে যে কখন দরিদ্র হইবে না, সৎকর্ম্মে অনুরত ব্যক্তি যে কখন ঘৃণ্য কর্ম্মে আকৃষ্ট হইবে না ইহা কে বলিতে পারে? বিধির সুনিয়মবশে যদি সমগ্র সংসার পরিচালিত হইত তাহা হইলে সতীর আদর্শ স্থানীয়া মাধবীর এ দুর্গতি হইত না। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া—জীবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সে আজ পিশাচিনীর ন্যায় এ পাপপুরীতে অবস্থান করিত না, সংসার তাহা হইলে পুণ্যের আশ্রম হইত।

মাধবী আমাদের পরিচিত—কালাচাঁদের স্ত্রী। চূড়ামণি যোগ উপলক্ষে কয়েকজন প্রতিবেশিনীর সহিত গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত—নৌকারোহণে যাত্রা করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, তাহার অলোকসামান্য রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, সর্দ্দার শিউশরণ তাহার অনুচরগণের সাহায্যে মাধবীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তগত করিয়া ফেলে। অসংখ্য জনতার মধ্য হইতে কখন যে তাহাকে

অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহা কেহই অনুধাবন করিতে পারে নাই। প্রতিবেশিনীগণ শত চেষ্টাতেও মাধবীর কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, যে সে নিশ্চয়ই জল-নিমজ্জিতা হইয়াছে। অতঃপর গৃহে ফিরিয়া কালাচাঁদের নিকট তাহাই প্রকাশ করিল। সরল প্রকৃতি কালাচাঁদের মনে তখন কোন প্রকারই সন্দেহ হইল না।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। প্রকৃতির এই বিপর্য্যয়ে কোন প্রকার অস্থিরতা প্রকাশ না করিয়া—কালাচাঁদ ক্রমে ক্রমে মাধবীকে স্মৃতিপট হইতে চিরকালের নিমিত্তই বিদায় দিয়াছিল। সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার স্বর্ণ-প্রতিমা মাধবী আজও জীবিত।

মাধবী শিউশরণকে প্রথমে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। কিন্তু সময়ের গুণে ও শিউশরণের কাকুতি মিনতিতে তাহার হৃদয় অনেকটা টলিল! কামের সর্ব্বত্রই জয়! সর্ব্বনাশী মাধবীও অন্য উপায় না দেখিয়া দুর্দ্দান্ত দস্যু-সর্দ্দার শিউশরণের প্রতি ক্রমে ক্রমে আসক্ত হইয়া পড়িল।

শিউশরণের এমন ইচ্ছা ছিল না, যে সে কোন রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া কালাতিপাত করে। যে দিবস হইতে চুনিয়ার সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ, সেই দিবস হইতেই মাধবীর প্রতি তাহার ভালবাসার অনুরাগ কমিতে লাগিল। সে তখন মাধবীকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে পারিত, কিন্তু পাছে জনসমাজে তাহার কার্য্যাবলীর বিষয় ব্যক্ত হয়, এই আশঙ্কায় সে মাধবীকে এক নির্জ্জন অন্ধকার-কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। অনন্ত ভালবাসার এই প্রতিদানে মাধবীর মনে তখন প্রকৃতই ঘৃণার উদয় হইল। সে প্রতিক্ষণ শিউশরণের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

অবৈধ প্রেমের ইহাই পরিণাম। সে যাহা হউক দুনিয়ার অনুকম্পায় মাধবী এখন কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু সর্দার শিউশরণের ভয়ে কখন আড্ডা বাড়ী হইতে বহির্গত হয় না। দুনিয়াবিবির সহচরীরূপে পরিগণিত হইয়া কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। কয়েক-দিন পরে তাহার হতভাগ্য স্বামীকে যখন বন্দী অবস্থায় দর্শন করিল, তখন হইতে তাহার হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদ্রেক হইল। পিশাচিনী হইলেও স্বামীর উদ্ধারের জন্য সে একান্ত মনে সুযোগ সন্ধান করিতে লাগিল।

বহুক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির চতুঃপার্শ্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া দুনিয়া বলিল—"মাধবী! তুমি কি ভাব্ছ বল দেখি? কাল ত' তোমায় এমন দেখিনি?"

মাধবীর চিন্তা বহ্নি প্রজ্জ্বলিত অন্তঃস্থলে কে যেন সহসা তীব্র হলাহল ঢালিয়া দিল। বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া সে বলিল,—"দুনিয়াবিবি! এ ক্ষিপ্তা বাঘিনীকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে বড় ভাল কাজ করনি। এজন্য হয় ত' তোমাকেও একদিন অনু-তাপ ভোগ ক'র্‌তে হবে।"

দুনিয়া। কারণ!

মাধবী। পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে। শয়তানীর ষড়চক্র যে কি ভীষণ, তার গতিরোধ ক'র্‌তে যে কত শক্তির প্রয়োজন তা কার্য্যস্থলেই দেখ্‌তে পাবে। বোন্! আমি আজ শয়তানী!—পিশাচী!—

দুনিয়া। আমার চেয়ে?

ভাবিয়াছিল মাধবী বোধ হয় কিছুই বলিবে না। তর্ক যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া নতমুখে অবস্থান করিবে। কিন্তু মুহূর্ত্ত-

পণ পূর্ণ হইতে না হইতে সে কামনা-তরু অচিরে ভূমিসাৎ হইল। মাধবী দম্ভভরে বলিল—“কি!—তুমি শয়তানী? আমার চেয়েও শয়তানী? ছুনিয়া! এ তোমার অর্থহীন বড়াই। এ কথায় মাধবীর মন প্রবোধ মানে না।”

ছুনিয়া ঈষৎ নম্রস্বরে বলিল—“কেন মাধবী, আমি কি তোমার পরিহাস করুম?”

মাধবী। না, তুমি সত্যই ব’লেছ; কিন্তু বোন্! আমি যা বলি তাও মিথ্যা ভেবনা। আমার ন্যায় শয়তানী ধরায় আর দ্বিতীয় নাই।

ছুনিয়া। তুমি কি এমন শয়তানীগিরি ক’রেছ মাধবী?

মাধবী। পৃথিবীতে যা কেউ ক’র্‌তে পারেনি তাই ক’রেছি; দস্যুর পায়ের তলায় সোণার সতীত্ব-রত্ন স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়েছি।

ছুনিয়া। আর কিছু ক’রেছ কি? স্বচক্ষে পতিহত্যা দেখে হত্যাকারীকে স্বহস্তে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ কি?

মাধবী। চেষ্টা ক’র্‌লে তা পারা যায়। যে মৃত তার সম্বন্ধ সহজেই বিচ্ছিন্ন হ’তে পারে; কিন্তু যে জীবিত, যাঁর মলিন মুখ দেখ্‌লে পাষাণও বিগলিত হয়, সেই পতির শৃঙ্খলাবদ্ধ শীর্ণদেহ স্বচক্ষে দেখে কখন কি শুষ্কনেত্রে অবস্থান ক’র্‌তে পেরেছ? পতি চিন্তা পরিত্যাগ ক’রে কি পরের পায়ে প্রাণ ঢাল্‌তে শিখেছ?

মাধবীর বীণাধ্বনিবৎ কণ্ঠস্বর নীরব হইয়া আসিল। চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কারা-কক্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া—পতিচিন্তায় বিরত থাকিয়া—ক্ষীণ দৃষ্টি-শক্তির প্রভায় সে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিল।

ছুনিয়া কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে অবস্থান করিয়া পরে বলিল—“মাধবী! ও সমস্ত বাজে কথা ছেড়ে দাও। সর্দ্দারের আসবার সময় হ’য়েছে।”

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া সর্দ্দার শিউশরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। শিউশরণ তখন অন্ত প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত। আকণ্ঠপূর্ণ মদিরা পান করিয়া—নেশার উত্তেজনায় মনুষ্য শক্তি তাহার সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দুনিয়াবিবিকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে আসিয়া সম্মুখে যখন চক্ষুঃশূল মাধবীকে দেখিতে পাইল, তখন মাধবীর সেই বিষাদ বিবর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কঠোর স্বরে বলিল,—"ও কে! মাধবী? ছেঁড়া পয়জার জ্ঞান করে নির্দ্দয়ভাবে যাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি—সেই নারী? যা দূর হ। দুনিয়া! শয়তানীকে এখনি বিদায় করে দে। আমি ওকে আর চাই না।"

দুনিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অগত্যা মাধবীকে তখন অন্ত গৃহে যাইতে ইঙ্গিত করিল।

মাধবী চলিয়া যাইবার পর শিউশরণ পুনরায় বলিল,—"দেখ, ওকে আমার এক তিল বিশ্বাস নাই। শয়তানী সব ক'রতে পারে। ওর অসাধ্য কাজ দুনিয়ায় নাই।"

দুনিয়া বলিল,—"বেশ, অবিশ্বাস হয় বন্দী ক'রে রাখ।"

শিউশরণ। তাই হবে। আর ওই যে কালাচাঁদ—ওর বিষয়ও যা হয় একটা ক'রতে হবে।

দুনিয়া। তোমার কি ইচ্ছা?

শিউশরণ। বলিদান। আমাদের স্থাপিত ভবানী মন্দিরে অনেক দিন নরবলি হয়নি।

দুনিয়া। বেচারিকে কি একবারেই হত্যা ক'রবে?

শিউশরণ! হাঁ! আগামী অমাবস্যাতেই তার আয়োজন হবে। ও বেটা যখন তোমায় চায়—আমি ওর গর্দ্দান চাই। ওর রক্ত না নিয়ে জল গ্রহণ ক'রব না।

ছুনিয়া। তাই হ'ক্। শত্রুকে জীবিত রাখা অপেক্ষা হত্যা করাই মঙ্গল।

এই কথা বলিবার পর ছুনিয়াবিবি অত্যন্তই বিচলিত হইয়া পড়িল। প্রতিহিংসার তাড়নায় অস্থির হইয়া কিছুক্ষণের জন্য সে নীরবে অবস্থান করিল।

পাঠক! ছুনিয়াকে আপনি এখন কি ভাবে দেখিতে চান? যে সর্ব্বনাশী প্রতিহিংসা ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য নিজের অমূল্য জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে, দুর্দ্দিনের উপকারীকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়—সে কু-চরিত্রা আপনার চক্ষে দেবী না দানবী? আমি বলি দানবী। তাহার সেই হৃদয়-সরবরে যে ক্ষুদ্র প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া এককালে দুর্ব্বৃত্ত শিউশরণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে—তাহা পিশাচীর প্রেম। সে প্রেমের অবতারণায় কুল-কলঙ্কিনী কুলটার হৃদয়ে যে প্রণয়ের ঝড় বহিতেছে—তাহার পরিণাম অত্যন্তই ভীষণ! যে দিন ছুনিয়ার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, প্রবল প্রতিহিংসা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে দিন তাহার কামাগ্নি প্রজ্জলিত হৃদয়-মন্দিরে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিবে, সে দিন শিউশরণের আড্ডা-গৃহে যে একটা মহা-প্রলয়ের সঞ্চার হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ছুনিয়াবিবি শিউশরণের উপর যে এতদূর চলিয়াছে সে কেবল তাহার প্রতিহিংসা পালনের জন্য। স্নেহ ও ভালবাসা পৈশাচিক লিপ্সা মাত্র।

ছুনিয়া গভীর চিন্তার নিমগ্না ছিল। এমন সময় শিউশরণ তাহার মৃণালকোমল ভুজবল্লী বেষ্টন করিয়া পরিচ্ছন্ন ভূমিতলে শশব্যস্তে উপবেশন করিল।

ছুনিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া অতি উত্তেজনা ভরে বলিল,—"সর্দ্দার! আমার উপায় কিছু ক'রতে পার্‌লে কি?"

শিউশরণ। কি! প্রেমজী পেশোয়ার ছিন্নমুণ্ড ত'? সে আমি

একদিনেই এনে দিতে পারি। দস্যুসর্দ্দার শিউশরণের পক্ষে সেটা অতি তুচ্ছ।

ছুনিয়া। না সর্দ্দার! শুধু মুখে ব'ল্লে চ'ল্‌বে না; কাজে দেখান চাই। এই জন্মে আমি তোমায় পূর্ব্বেই শপথ করিয়ে নিয়েছি।

শিউশরণ। বেশ—বেশ, আর দশ দিন অপেক্ষা কর।

শিউশরণের এ আশ্বাসবাণীতে ছুনিয়া সম্পূর্ণরূপে সুস্থির হইল। উৎফুল্লচিত্তে স্বীয় দক্ষিণ করের দ্বারা সে তখন সর্দ্দারের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল।

সর্দ্দার শিউশরণ বলিল,—"ছুনিয়া!—ছুনিয়া!—গান গাও। তোমার সুকণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী বড়ই মধুর।"

ছুনিয়া অল্পক্ষণ নিরুত্তরভাবে অবস্থান করিয়া—সুমধুর বেহাগ রাগিনীর ঝঙ্কার তুলিয়া—নীরব রজনীর নিস্তব্ধ বক্ষে সঙ্গীতের উচ্চরব ঘোষণা করিল। সর্দ্দার শিউশরণ তাহার কোমল অঙ্কে মস্তক রাখিয়া, তৃষিত চাতকের ন্যায় সুন্দরীর সঙ্গীত সুধা পান করিতে লাগিল।

ছুনিয়া গাহিল,—

(আজি) শয়নে স্বপনে, তব মূর্ত্তি পানে,
চাহিয়া কাটাব এ পোড়া প্রাণ।
কভু ছাড়িব না, ভুলিতে ভাবনা,
(আজি) সারাটি জীবনে তোমারি ধ্যান॥
মৃদুল অনীল বহিবে ধীরে,
ভাসিবে বয়ান নয়ন নীরে,
বাড়িবে বেদনা, বিরহ যাতনা,
(আজি) গভীর যামিনী টুটিবে মান॥
প্রভাতে রচিব ফুলের মালা,
ফুলের ভূষণে ভরিব ডালা;
হৃদয় রতনে, এ হৃদি আসনে,
(আজি) বসায়ে যতনে গাহিব গান॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রজনীর দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত সুদৃশ্য প্রাসাদাবলী সন্নিবিষ্ট মুঙ্গের সহরের সকলেই সুষুপ্ত। রাজপথ-পার্শ্বস্থিত একখানি দ্বিতল অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া ডিটেক্টিভ গরিজান ও রায়সাহেব দেবেন্দ্রপ্রসাদ নীলকুঠীর ভবিষ্যৎ চিন্তা লইয়া সে সময় নানা আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। অদূরে রায়সাহেবের শরীর রক্ষক রামদয়াল মিশির নিদ্রামগ্ন বালকের ন্যায় সর্ব্বদাই হাই তুলিতেছিল এবং অলসজড়িত চরণ যুগলের মৃদুকম্পনে ও অর্দ্ধমুদিত নেত্রের উন্মেষ ও স্পন্দনে বিচিত্র গৃহ-প্রাচীর-গাত্রে মধ্যে মধ্যে কুসুম কলির ন্যায় ঢলিয়া পড়িতেছিল। তাহার সে অবস্থা দেখিয়া রায়সাহেব অত্যন্তই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অনভিজ্ঞ ভৃত্যকে সজাগ করিবার জন্য তিনি বার বার চীৎকার করিতেও নিরস্ত হইলেন না।

কথায় কথায় রাত্রি অধিক বৃদ্ধি হইল দেখিয়া গৃহস্বামী গরিজান আর অন্য কথায় নিযুক্ত হইলেন না। দেবেন্দ্রপ্রসাদের হস্তস্থিত দস্যু প্রদত্ত পত্রখানি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"রায়সাহেব, এইবার একটু বিশ্রামের আয়োজন হ'ক। রাত অনেক হয়েছে।"

রায়সাহেব দেবেন্দ্রপ্রসাদ গরিজানের অপেক্ষা অধিক বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার গুম্ফশ্মশ্রু সমন্বিত তৈলহীন রুক্ষ দেহ অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধের ন্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। যৌবনোজ্জ্বল দৃষ্টি-দীপ্তি ঈষৎ ম্রিয়মান হইয়াছিল। তবে এ বেশ পরিগ্রহ যদি অন্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহা যদি ছদ্মবেশ-আবরণে

আচ্ছাদিত হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণই বিপরীত। সম্ভবতঃ তাহাই ঘটিয়া থাকিবে ; ইনি বোধ হয় জাল দেবেন্দ্রপ্রসাদ।

গরিজানের মুখে বিশ্রামের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"সে ব্যবস্থা পরে হবে। আপনি এখন কাজের কথা বলুন।"

গরিজান বাধা দিয়া বলিলেন,—"কাল যথাসময়ে মুঙ্গেরে উপস্থিত হ'তে না পেরে খুবই কষ্ট পেয়েছেন। আজ একটু বিশ্রাম নেওয়া একান্তই প্রয়োজন। কাজ ত চিরদিনই আছে।"

রায়সাহেব বলিলেন,—"আপনি আমায় বৃথা অনুরোধ ক'র্‌ছেন। সে সময় যখন উপস্থিত হবে তখন কেউ আমার গতিরোধ ক'র্‌তে পার্‌বে না। শয্যায় প'ড়ে আমি কুম্ভকর্ণের মতন নিদ্রা যাব।"

গরিজান আর অধিক অনুরোধ করিতে সাহস করিলেন না। রায়সাহেবের কথা শিরোধার্য্য করিয়া অগত্যা তিনি অন্য প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

রায়সাহেব কহিলেন,—"নীলকুঠীতে দস্যু যখন আপনার সম্মুখে এসে পত্র দিয়ে গেল, আপনার কাছে কি তখন পিস্তল ছিল না ?"

গরিজান। সে না থাকারই মধ্যে। আমি তখন কাণ্ডজ্ঞান বিস্মৃত হয়েছিলুম ; পিস্তলের কথা মনেই ছিল না।

রায়। সৌভাগ্য ! তারা যে আপনার চেয়ে চতুর তার যথেষ্টই প্রমাণ পাওয়া গেল। ইচ্ছা ক'র্‌লে তারা তখন আপনাকেই হত্যা ক'র্‌তে পারত'।

গরি। আপনি তা কিসে বুঝলেন ?

রায়। অনুমানে ! আমার অনুমান কখন মিথ্যা হয় না।

গরি। তা অবশ্য অস্বীকার করি না। কিন্তু এ আপনার অসম্ভব অনুমান ! চেষ্টা ক'র্‌লে আমিই সে দুর্ব্বৃত্তের মস্তক চূর্ণ কর্‌তে পার্‌তুম। তবে ডিটেক্‌টিভের পক্ষে সেটা বড় বাহাদুরী কাজ নয়।

রায়। আপনার মতন যারা নির্ব্বোধ ডিটেক্‌টিভ তাদের পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। আমি ত আপনাকে মানুষ ব'লে ধারণা কর্‌তে পারি না।

গরি। সে আমার অদৃষ্ট।

রায়। নিশ্চয়ই। আপনার অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ।

গরি। হাঁ। অনেক সময় আমিও তাই ভাবি। দস্যুরা পতনে পেলে নিশ্চয়ই আমায় হত্যা ক'র্‌বে।

রায়। তা অবশ্য না হ'তে পারে; কিন্তু আপনার স্ত্রীকে যে হস্তগত ক'র্‌বে তার আর কোন সন্দেহ নাই।

সহসা বন-পথ-চালিত পথিককে বিষাক্ত কালসর্পে দংশন করিলে তাহার হৃদয়ে যে আশার উদয় হয়, রবি-রশ্মি-রঞ্জিত বিশাল বসুধা যে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছাদিত দেখিয়া থাকে, এ স্থলে রায়সাহেবের মুখনিঃসৃত একটি কথায় ডিটেক্‌টিভ গরিজান তখন সেই আশা—সেইরূপ একটা অন্ধকারে সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন দেখিলেন। অদৃষ্ট পথ লক্ষ্য করিয়া তিনি ভবিষ্যত চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গরিজানকে এতাদৃশ চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখিয়া রায়সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালনে বারম্বার রামদয়ালের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ রামদয়াল তখন নিদ্রাবেগ সম্বরণ করিয়াছিল। রায়সাহেবের চাহনির মর্ম্ম বুঝিয়া শিকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় সে এক লম্ফে অন্দরে প্রবেশ করিল। অতি সতর্কভাবে এ কার্য্য সংসাধিত হইল বলিয়া চিন্তামগ্ন গরিজান তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গভীর চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, পত্র পাঠ ক'রে আপনি কি বুঝলেন?"

রায়সাহেব সহাস্যে বলিলেন,—"আপনার পত্নী হরণের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

গরিজান বিরক্তিস্বরে বলিলেন—"সে অনেক দূরের কথা। পত্রের স্বাক্ষরকারী 'শ—ও—মি' ভাষার অর্থ কি তাই বলুন।"

রায়সাহেব বলিলেন,—"শত্রু ও মিত্র। পত্র পাঠ সমাপ্তে আপনি যদি তাদের মতানুযায়ী কাজ ক'রতেন তা হ'লে অসংখ্য বিপদে আপনাকে তারা মিত্ররূপে রক্ষা ক'রত। এখন শত্রু।"

রায়সাহেবের এ উক্তি যে মুণাক্ষরে মিথ্যা নহে গরিজান তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন। কারণ, 'শ—ও—মি' এই শত্রু ও মিত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। দস্যু ও ডিটেক্‌টিভে যে টুকু সম্বন্ধ ইহা ঠিক তাহারই ছায়ানুযায়ী স্বাক্ষর।

গভীর গবেষণার ফলেও যে জটিল রহস্য সহজে মীমাংসা হয় না, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রায় সাহেব তাহা এক কথায় ভাঙ্গিয়া দিলেন দেখিয়া—গরিজান মনে মনে অত্যন্তই আনন্দ অনুভব করিলেন। হর্ষোৎফুল্লাবনত আননে বলিলেন,—"রায় সাহেব!—আপনার বুদ্ধিশক্তি অত্যন্তই প্রখর। এই জন্যই লাট দরবার থেকে আপনি রায়সাহেব উপাধি পেয়েছেন।"

রায়সাহেব বলিলেন,—"সেইটে যেন চিরদিনই মনে থাকে।"

গরিজান। নিশ্চয়ই। আর এ কথাও বেশ দম্ভভরে ব'লতে পারি, যে আপনার কৃতিত্বে দস্যুদল শীঘ্রই ধৃত হবে। পরিণামে আমাদেরই জয়।

রায়। সত্য; কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তি যে কর্ম্মে বৈরী—তার পরিণাম কি ভীষণ একবারও ভাবেন কি?"

গরি। এ আপনার অদ্ভুত প্রশ্ন। আপনি কি আমাদের বিরোধী?

রায়। ঘোর বিরোধী!—যদি অবিশ্বাস হয় তা হলে এখনি তার প্রমাণ পাবে।

এই কথা বলিয়া—শশব্যস্তে কক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া রায়-সাহেব দলিত-ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দীপ্তিমান বহ্নি-শিখার ন্যায় তাঁহার বৃহৎ চক্ষু দুটি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ডিটেক্‌টিভ গরিজান রায়সাহেবের এই আশ্চর্য্যজনক উক্তি ও গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ববৎ নীরবে অবস্থান করিলেন। তাহার অজ্ঞান অন্ধকারময় দৃষ্টিপথ ভেদ করিয়া জ্ঞানচক্ষের উপর সহসা যেন জ্যোৎস্নার ফিন্‌কি ফুটিয়া উঠিল। তিনি তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। কালের বিপরীত পরিণতিতে রায়সাহেবকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহার উপর বিশ্বাস নির্ভর করিয়া জীবনের দুর্ব্বিসহ চিন্তা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রে একটা জয়ের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে সে পূর্ব্ব-চিন্তা স্বপ্নের ন্যায় বিতাড়িত হইল। দৃষ্টির সম্মুখে জ্বলন্তাক্ষরে সর্ব্বনাশের ছায়া জাগিয়া উঠিল। গরিজান অতি বিষণ্ণ মনে ভবিষ্যৎ চিন্তায় ভাসমান হইলেন।

বলবান মৃগেন্দ্রকেশরী কোন প্রকারে যদি পর্ব্বত-গহ্বরে নিপতিত হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ফেরুপালের অসংখ্য পদাঘাত তাহার পক্ষে তখন পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় অনুমেয়। এ স্থলে গরিজান সাহেবেরও সেই অবস্থা ঘটিল। রায়সাহেবকে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার কথামত এ অট্টালিকায় তিনি এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী মেহেরজান ব্যতীত আর কেহই নাই। পুলিস-প্রহরীগণকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছুটি দিয়াছেন। উপস্থিত যাহারা পাহারায় নিযুক্ত তাহারা এই দুর্ব্বৃত্তের অনুচর মাত্র।

পাঠক! এই নবাগত রায়সাহেব দেবেন্দ্রপ্রসাদের সম্বন্ধে যাহা বুঝিলাম—তাহার প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে রক্ত-মাংস-জড়িত নরদেহ প্রকৃতই কম্পিত হইয়া উঠিল। এ শয়তান-মূর্ত্তির অন্য নাম

যামিনীনাথ সরকার। অনুচরগণ নীলকুঠীর সেই ভজনলাল, পাহাড়ী ও পিয়ারীলাল। ইহারা সকলেই এখন ছদ্মবেশে সজ্জিত। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কক্ষের সম্মুখে যে চণ্ডাল রামদয়াল নামে অভিহিত হইয়াছিল—তাহার আসল নাম পিয়ারীলাল।

গরিজ্ঞান সাহেব সম্মুখে ভীষণ বিপদ লক্ষ্য করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। মৃত্তিকাতলে দৃষ্টিপাত করিয়া একান্ত মনে তিনি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিলেন।

শত্রুকরচালিত অনিষ্টচক্র কার্য্যস্থলে ধর্ম্মকে অতি তুচ্ছই জ্ঞান করিয়া থাকে। গরিজ্ঞান সাহেব অনন্যোপায় হইয়া যখন ঈশ্বর-আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় অন্দরমহল হইতে রমণীর ঘোর আর্ত্তনাদ নির্গত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় প্রতিঘাত করিল। উন্মাদের ন্যায় গৃহতল পরিত্যাগ করিয়া তিনি তখন অন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায়!—সে চেষ্টা নিষ্ফল! যামিনীনাথ তাঁহার দক্ষিণ বাহুখানি সজোরে চাপিয়া বলিল,—"কোথা যাও কামান্ধ দুর্ব্বৃত্ত! যম যে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।"

এই কথা বলিয়া—কোটের গুপ্তস্থান হইতে একটি ছয়নলা পিস্তল বাহির করিয়া দুর্বৃত্ত যামিনীনাথ গরিজ্ঞান সাহেবের মস্তক লক্ষ্য করিল। এই সময় গরিজ্ঞানের নিকট যদি একটি পিস্তল থাকিত তাহা হইলে শয়তানের গর্ব্ব নিশ্চয়ই খর্ব্ব হইত। কিন্তু তিনি নিঃসম্বল! তাঁহার কাছে কিছুই নাই।

নর-পিশাচের এ আচরণে তিনি প্রকৃতই ভীত হইয়া পড়িলেন। পশ্চাৎপদগামী দুর্ব্বলের ন্যায় গৃহের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নীরবে গম্ভীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে অন্দরমহল নীরব হইল। দস্যুরা তাহাদের কার্য্য সমাধা করিয়া অন্তস্তরে গমন করিল। এই অবসরে ভজনলাল

আসিয়া বলিল—"হজুর! কাম্ কতে!—বিবি পাতালপুরীর দিকে। আমরা প্রস্তুত।"

যামিনীনাথ গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিল,—"বহুৎ আচ্ছা! এইবার এ শয়তানকে বেঁধে ফেল।"

যামিনীনাথের আদেশমাত্র ভজনলাল তাহাই করিল। পরিজানকে বন্ধন করিয়া পরক্ষণে সে স্বস্থান গমনের উদ্যোগ দেখিল।

"সাবধান ডিটেক্‌টিভ! এইবার তোমার জীবন সংশয়।" এই কথা অতি দৃঢ়স্বরে প্রচার করিয়া যামিনীনাথ বিদ্যুৎ-বেগে প্রস্থান করিল।

পরিজানের হস্ত ও পদদ্বয় কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও তিনি আর নীরবে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ভীমনাদে গর্জ্জন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে হতভাগিনী শয়তান-পদতলে হৃদয় অর্পণ করিতে ও সতীত্ব বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র বিচলিত নহে, পতিবক্ষে কঠিন অস্ত্রাঘাত করিতে তিলার্দ্ধ শঙ্কিত নহে, ঘৃণিতাচারিণী কলঙ্কিনী হইলেও সময়ান্তরে তাহার হৃদয়েও ধর্ম্মভাবের সমাবেশ হয়। ঈশ্বরের চক্ষে সে তখন ক্ষমার পাত্রী।

বিশ্বস্রষ্টা করুণানিধান ভগবানের নিকট সকলেরই সমান আদর। অধর্ম্মাচারীর কলুষক্লিষ্ট অন্ধকারময় হৃদয়-দর্পণে তাঁহার করুণ-দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হইতে সহসা অধিকার প্রাপ্ত হয় না। এ জন্য নীচপথগামী

দুর্বৃত্তগণ তাঁহার পক্ষে চিরবর্জ্জনীয়। তবে মহাপাপের পরিবর্জ্জনে ও অনুতাপের অবসানে জীব দেহে যখন ধর্ম্মভাবের বিকাশ হয়, দেবদৃষ্টি সন্নিহিত জ্যোতিষ্মান্ মুক্তির পথে দাঁড়াইয়া দুষ্কৃতিপরায়ণ যখন পরমপিতা পরমেশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত হয়—সে সময় ঈশ্বর তাহাদের আপন জ্ঞানে সাদরে বক্ষে ধারণ করেন। তিনি তখন ইতর, অধম, উচ্চ, অনুদার কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন না। তাই বলি যে জীব মাত্রেই তাঁহার আদরের সামগ্রী। চেষ্টা করিলে মহাপাপীও একদিন এ আদর উপভোগ করিতে সক্ষম হয়।

দার্শনিক মতে এত কথা বলিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। মাধবীর হৃদয়ে যে ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা সামান্য কথাতেই মিটিয়া যায়। পরস্পরের মুখে নরবলীর কথা শুনিয়া—দস্যুপুরী হইতে সে তখন পতিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিল। ইহা জগতের একটা চিরন্তন প্রথা। কারণ নিঃস্বার্থ দাম্পত্য প্রেমের নিকট অবৈধ কামজ-প্রেম চিরদিনই ঘৃণিত বা পরাভূত। মঙ্গলময় সমাজের বৈধবিধানে মাধবীর সহিত এককালে কালাচাঁদের যে সম্মিলন ঘটিয়াছিল—তাহা ক্ষুদ্র বা ক্ষণকালব্যাপী সুখ-শান্তিপ্রদ হইলেও, সেই অননুভূত অসম্পূর্ণ সুখ—নির্ব্বাণ প্রদীপের ন্যায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল। স্বামীর শোকতাপহারী সুশীতল তরুণ-বক্ষঃ মনে পড়ায় আজ মাধবী বুঝিল, যে এই অসীম রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন দেবপ্রতিম দেহখানি—প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় দেবপদে উৎসর্গীত না হইয়া পিশাচকণ্ঠে বিলম্বিত হওয়ায় পুষ্পের পুষ্পজন্ম ব্যর্থ হইল। মনে মনে ভাবিল,—"তবে এ জীবন নিয়ে কি ক'র্‌ব!—ম'র্‌ব? না ম'র্‌তে ভয় করে। যখন গৃহে ছিলাম তখন ত' এমন হ'ত না? তখন ম'র্‌তে দুঃখ ছিল—কিন্তু ভয় ত' ছিল না? দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ দস্যুর গৃহে আমি অনেক প্রার্থিত

সুখ পেয়েছি—প্রতিপত্তি লাভ ক'রেছি—লোকে যাকে রাণীর ন্যায় মনে করে এরূপ আধিপত্য উপভোগ ক'রেছি; কই সুখ ত- পেলুম না? দরিদ্র স্বামীর গৃহে শাকান্নে যে স্বর্গসুখ অনুভব ক'রেছি, আবর্জ্জনাময় পর্ণকুটীরের ভগ্ন ভিত্তিতে ব'সে রাজরাণীর ন্যায় যে আত্মগৌরবে গরবিনী হয়েছি, কই—আজ ত' স্বপ্নেও সে গৌরবের—সে শান্তির—সে পবিত্রতার সে প্রাণবিনোদন চিত্তপ্রসার বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি ক'র্‌তে পাল্লুম না।" এইরূপে মাধবী কত ভাবিয়া—কত কাঁদিয়া—নিজেকে কত তিরস্কার করিয়া অবশেষে স্থির করিল—"নারী প্রাণ দিয়ে যে সুখ পায়, প্রাণ নিয়ে সে সুখ পায় না। আমি ঘৃণিতা হই—পতিতা হই—কলঙ্কিনী হই—তথাপি দেবপূজায় আমার স্বার্থহীন অধিকার আছে। সকলে ঠেল্‌তে পারেন, কিন্তু দেবতা পায়ে ঠেল্‌বেন না। আমি প্রাণ দিয়াও যদি তাঁর কিছু উপকার ক'র্‌তে পারি—তাতেও যে অপূর্ণ সুখ—অতৃপ্ত সাধনায় উপেক্ষিত সান্নিধ্য লাভ ক'র্‌ব—তা আমার এই নারকী জীবনের একটা স্বর্গীয় পুরস্কার।"

এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কালাচাঁদের জন্য সে উন্মাদিনীর ন্যায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অনিদ্রিতা যুবতী মাধবী ধীরে ধীরে তখন কারাকক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য—যে সুযোগ বুঝিয়া—সুন্দরী ঢুনিয়া বিবিকে বক্ষে লইয়া সর্দ্দার শিউশরণ তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। কারাগৃহের সম্মুখে বোতল পূর্ণ সুরা ও উন্মুক্ত ছোরা হাতে লইয়া একজন অনুচর সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত। তাহার সজাগ চক্ষুদ্বয় দস্যুপুরীর চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিতেছিল।

মাধবী নিঃশঙ্ক মনে যখন অনুচরের সম্মুখে উপস্থিত হইল, সে ব্যক্তি তখন বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কেও!—মাধবী?"

মাধবী ঈষৎ সহাস্যমুখে বলিল,—"হাঁ রাওসাহেব!—আমি।"

অনুচরের নাম মলহররাও। মাধবীর অলক্তরাঞ্জিত ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিতে দেখিয়া স্বহস্তে সে যেন আকাশের চাঁদ পাইল। তাহার পাষাণ প্রাণে কেমন যেন একটা নূতন কোমলতা জাগিয়া উঠিল। মাধবী তাহার মনাভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল,—"রাওসাহেব, তুমি খুব সুন্দর। তোমার অমূল্য রূপের উত্তেজময় জ্যোতিঃতে অসংখ্য নারী ভস্মীভূত হ'চ্ছে। সম্ভবতঃ—তার মধ্যে আমিও একজন।"

রাওসাহেব বলিল,—"সুন্দরী! মধ্যে মধ্যে আমিও তোমার আশা করি। তবে পাছে তুমি আমায় অসম্মান কর এই ভয়ে মুখ ফুটে কিছু ব'ল্‌তে পারি না।"

মাধবী। তোমায় অসম্মান ক'র্‌ব? না রাওসাহেব! এ জীবনে তা পার্‌ব না।

রাও। মাধবী! এ কথা কি সত্য?

মাধবী। হাঁ। মিথ্যার লেশ মাত্র নাই।

রাও। তুমি কি আমায় প্রকৃতই ভালবাস?

মাধবী। বারবনিতা কখন মিথ্যা বলে না। আমি তোমায় প্রকৃতই ভালবাসি।

রাও। সুখ-সমাচার। এমন সুখ বুঝি রাজ-অন্তঃপুরেও বিরল।

মলহররাও আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। নেশার ঘোরে—রূপের মোহে ও প্রেমের উত্তেজনায় মজিয়া কিছুক্ষণের জন্য সে নীরবে অবস্থান করিল।

মাধবী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্র ও সোহাগজড়িতস্বরে বলিল,—"রাওসাহেব! বোতল কি খালি?"

রাওসাহেব বলিল—"না সুন্দরী! মাল এখন ভরপুর রয়েছে। একটু আধটু চ'ল্‌বে কি?"

মাধবী। ইচ্ছা ত' তাই। এখন তোমার অনুগ্রহ।

মলহররাও স্বপ্নতাড়িত অনিন্দ্য-সুন্দর সুখচিন্তায় অভিভূত হইয়া—মনের উচ্ছ্বাসে তখন মাধবীর অনুমতি পালন করিল। পাত্র-পূর্ণ সুরা সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"মাধবী! মাধবী! হৃদয়-রাজেশ্বরী মাধবী! সোণার মাধবী! এই দেখ আমি প্রস্তুত হ'য়েছি। এ পাত্র-পূর্ণ মদিরা পান ক'রে এইবার তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

মাধবী—পিশাচী, রাক্ষসী, দেবী কি দানবী তাহা বুঝিলাম না। মলহররাওয়ের হস্তস্থিত সুরাপাত্র সে তখন সহাস্যে গ্রহণ করিল। মনে ভাবিয়াছিলাম এ অপবিত্র জলন্ত সুরা বুঝি এক নিশ্বাসে উদরসাৎ করিবে। বিলাস-বৈভবের চরম সীমায় দাঁড়াইয়া, সুরার উত্তেজনায় অনন্ত নরকদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বুঝি বা রাওসাহেবের হৃদয়ে বৃন্তচ্যুত কলির ন্যায় ঢলিয়া পড়িবে; কিন্তু কালচক্রে তাহা বিপরীত পথে পরিণত হইল। বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একপ্রকার বিষের গুঁড়া বাহির করিয়া, বিশেষ সন্তর্পণের সহিত সুরাপাত্রে মিশ্রিত করিয়া মাধবী নীরবে অবস্থান করিল। এ বিষাক্ত পদার্থ আড্ডা হইতে সে পূর্ব্বেই সঞ্চয় করিয়াছিল।

মাধবীকে সুরাপাত্র হস্তে এরূপ নীরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া নেশাচ্ছন্নমতি রাওসাহেব বলিল,—"সুন্দরী! অযথা বিলম্ব কেন ক'রছ? পাত্র নিঃশেষ কর।"

মাধবী সহাস্যে বলিল,—রাওসাহেব! আগে তুমি নাও।"

রাওসাহেব। না সুন্দরী!—আমি তোমার প্রসাদ পেতে ইচ্ছা করি। মেহেরবানি ক'রে তুমি আমার সেই আশা পূর্ণ কর।

মাধবী। সাহেব, জীবনে এ সুযোগ একদিনও ঘটেনি। আমি যখন তোমায় চাই—তোমার আশায় যখন এতদূর পথে অগ্রসর হ'য়েছি। তখন তোমার ইচ্ছা প্রাণ দিয়ে পূর্ণ ক'রব। কিন্তু—

রাওসাহেব। কি মাধবী?—

মাধবী। আগে আমার অনুরোধ রক্ষা কর।

মাধবীর কথায় রাওসাহেব আর অন্য দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই বিষপূর্ণ সুরা পান করিল। পরক্ষণে বিষের জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ তাহার চিতানলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। ভূমিতলে পড়িয়া জড়িত-স্বরে সে বলিল,—"মা—ধ—বী—ব—ড়—নে—শা! ব—ড়—জ্বা—লা—আ—মা—য়—এ—ক—টু—জ—ল—দি—তে—পা—র—কি?"

মাধবী শয়তানীর ন্যায় একটা বিকাট হাস্য করিয়া বলিল,—"রাও-সাহেব! পিশাচীর প্রেম—আর কাল সাপিনীর দংশন উভয়ই সমান। বিধাতা এ দুটি পদার্থকে এক উপাদানে নির্ম্মাণ ক'রেছেন।"

রাওসাহেব আর প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না। তীব্র বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিভূত হইয়া—ভূমিতলে সে মৃতজীবের ন্যায় পড়িয়া রহিল। এই অবসরে মাধবী তাহার কোমর হইতে এক তোড়া চাবি লইয়া কারা-কক্ষের দ্বারে উপনীত হইল।

অন্ধকার কারা-কক্ষের মৃত্তিকা-তলে পড়িয়া কালাচাঁদ তখন নিদ্রিতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিল। যদিও সে জানিত যে আগামী অমাবস্যায় তাহার জীবন-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইবে—তথাচ সে নিদ্রিত। এ ভীষণ চিন্তায় আহুত বলিয়া নীরবে অনিদ্রিত নহে।

মাধবী দ্রুতগতিতে কারা-কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, কালাচাঁদের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। রমণীর কমনীয় করস্পর্শে কালাচাঁদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সম্মুখে নারী-মূর্ত্তি নীরিক্ষণ করিয়া সে বলিল,—"কে তুমি অলোকসামান্যা রূপবতী! তুমি কি শয়তানী? দুনিয়ার অনুচররূপে তুমি কি আমার প্রাণ সংহার ক'র্‌তে এসেছ?"

"না,—আমি তোমায় উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছি।" এই কথা বলিয়া মাধবী কারাগৃহ হইতে তাহাকে অতি সত্বর বহির্গত হইতে অনুরোধ করিল। কালাচাঁদ সুন্দরী যুবতীর এরূপ অযাচিত অনু-কম্পায় অতিশয় বিস্মিত হইয়া—ধীরে ধীরে তখন তাহারই আদেশ মত কার্য্য করিল।

আড্ডাবাড়ীর অন্ধকার পথে অদৃশ্য ছায়ার ন্যায় যুবক ও যুবতী চিরদিনের জন্য দস্যুপুরী পরিত্যাগ করিল। পতি অনুরক্তা মাধবী তাহার ইষ্টদেব কালাচাঁদকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিলেও—কালাচাঁদ ঘুনাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই, যে এ উদ্ধারকর্ত্রী তাহারই সহধর্ম্মিনী।